প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২৪ ❖ ৩ - ৯ জুলাই, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পালকীয় সম্মেলন ২০২২

"স্থানীয় মণ্ডলীর সহযাত্রা: মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ-দায়িত্ব"

খুলনা ধর্মপ্রদেশীয় বার্ষিক পালকীয় সভা ২০২২

"মিলন সমাজ গঠন ও মঙ্গলবাণী প্রচার"

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় সিনোড ২০২২

স্থানীয় মণ্ডলী: "মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ"

পদ্মা সেতু খুলে দিল দ্বার, অনেক স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার

বিদায়ের তিন বছর

নির্জন ব্লেইস সরকার

Nirjon Blaise Sarker
জন্ম : ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৭ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বাবা নির্জন-
তুমি ছিলে, তুমি আছো,
তুমি থাকবে চিরদিন আমাদের অন্তরের অন্তস্থলে।

প্রকৃতি ও জীবন তার আপন গতিতেই চলবে এটাই নিয়ম। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাস্তবতা হলো তার অতি প্রিয়জনকে হারানো। সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস পেরিয়ে বছর চলে এলো, যে দিনে পরম পিতা বাহ্যিকভাবে তোমাকে আমাদের কাছ থেকে আলাদা করে দিয়েছে। সেদিন ছিল আমাদের সবচেয়ে আনন্দের দিন, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ, যেদিন পরম পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলাম তোমাকে। আর একইভাবে সেদিন ৭ জুলাই ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ ছিল সর্বোচ্চ কষ্টের দিন যেদিন পরম পিতার কাছে আমাদের ছেড়ে আবার চলে গেলে।

বাবা, তুমি তোমার মায়ের গলায় ধরে মাত্র তিন বছর আগেই বলেছিলে *"মা তুমি আমার পৃথিবী আর ফাগুন আমার হার্ট, আমি সারাজীবন তোমার পৃথিবীতে বেঁচে থাকবো মা কিন্তু আমার হার্টটা শুধু মৃত থাকবে ।"* সত্যি বাবা তুমি আমার পৃথিবীতে বেঁচে আছো, কিন্তু তোমার হার্টটা মৃত। তুমি আমার হৃদয়েই বেঁচে আছো তোমার সমস্ত সৃজনশীলতাকে নিয়ে। আর আমরা এটা ভাবি বলেই আমরাও বেঁচে আছি বাবা। তুমি একটু বেশি আগেই তোমার প্রিয় যিশুর কাছে চলে গেছ কারণ এ বিষয়ে তো জীবিত কোনো মানুষের হাত নেই একমাত্র ঈশ্বরই জানেন তাঁর পরিকল্পনা। আমি এটা ভেবে কষ্টের মাঝেও আনন্দ পাই যে, তুমি ছিলে একজন বহু গুণের অধিকারী মূল্যবোধ সম্পন্ন ছেলে আর তাই মানুষকে ভালবেসেই পৃথিবী ত্যাগ করেছ। তোমার এই ভাল শব্দটা ভেবেই কেবল আমরা বেঁচে আছি।

বাবা, মনেই হয়না যে তিনটা বছর পার হয়ে গেল। মনে হয় সার্বক্ষণিকই তোমাকে দেখছি এবং ভাবছি হয়েতো কোথাও বেড়াতে গিয়েছ আবার চলে আসবে বলে অপেক্ষায় আছি। সোনাবাবা, তোমার তো যাওয়ার কথা ছিল না কেন এমনটি হলো বলতে পার? জানি সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। মৃত্যুই মানুষের শেষ ঠিকানা। এই পৃথিবীতে কেবল আমরা স্বল্প সময়ের জন্য বেড়াতেই আসি। সবাইকেই একদিন চলে যেতে হবে ঈশ্বরের রাজ্যে যেটা আমাদের আসল ঠিকানা। কিন্তু তারপরও প্রতিটা দিন প্রতিটা মুহূর্ত তোমার অভাব অনুভব করি যা কোনভাবেই প্রকাশ করা যায় না যদিও ঈশ্বরের মাধ্যমে তোমার দিদি ও দাদাকে পাঠিয়েছ আমাদের সান্নিধ্যে। যারা মা বলে আমার হৃদয়টার কষ্ট কমানোর চেষ্টা করে। আমাদের হৃদয়টা ব্যথায় ভেঙ্গে যাচ্ছে, কোন ভাষা আসছে না মনে, লিখতে বসে হৃদয় থেকে রক্ত ঝরছে। তুমি ছিলে আমাদের হৃদস্পন্দন। আচমকা এক কালবৈশাখী এসে সেই হৃদস্পন্দনকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

Nirjon Blaise Sarker

বাবা, তোমার ঘর তোমার সখের ছবি, খেলার জিনিস, ক্রুশে যিশুর ছবি দিয়ে সাজিয়েছি। পুরোঘরটি তোমার জিনিস দিয়ে স্মৃতিময় হয়ে আছে। শুধু তুমি শারীরিকভাবে উপস্থিত নাই। তাই তোমার ছবিটাই প্রতিদিন বুকে জড়িয়ে থাকি আর বলি বাবা তোমাকে অনেক ভালবাসি, তুমি থাক তোমার প্রিয় যিশুর কাছে। আমরা কেবল আছি একটি ছায়াহীন, মালিহীন কষ্টের বাগানে। তোমার প্রদানকৃত অসংখ্য স্মৃতি যেমন আর্টকৃত অসংখ্য ছবি, গান, অসংখ্য গল্পের বই, ধর্মীয় বই ও পবিত্র শিশুতোষ বাইবেল, প্রিয় জামা, গিটার, হারমোনিয়াম-তবলা, সৃজনশীল খেলনা, অসংখ্য ছবি, ভলান্টিয়ার কার্যক্রমের জিনিস, তোমার প্রতিযোগিতার অনেক উপহার, মূল্যবোধ সম্পন্ন সংগৃহীত অসংখ্য বাক্য, ভিডিও ইত্যাদি হৃদয়ে ধারণ করেই বেঁচে আছি ও থাকবো। তোমার প্রিয় কিটিটিও (ডগ) আর বেঁচে নেই। তোমার দাদু ও বড় কাকাও তোমার কাছে চলে গিয়েছে। তোমার কথা স্মরণ করে তাদের কবরে তোমার পক্ষে মাটি দিয়েছি। তোমার হাজারো প্রিয় বন্ধুরা ও শিক্ষকগণ তোমাকে প্রচুর মিস করে। নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে জীবনের সামনের পথ এগুতে যখন খুব কষ্ট হচ্ছিল ঠিক তখনই বুঝতে পারলোম তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের প্রত্যেকের জন্য প্রার্থনা করছো। আমরা বিশ্বাস করি, তুমি স্বর্গের দূত, পিতা তোমাকে তার শাশ্বত রাজ্যে স্থান দিয়েছেন। একদিন আমরাও প্রভুর রাজ্যে তোমার কাছে যাব।

শোকাহত-

মা ও বাবা (প্রভা ও যোসেফ) এবং ঠাকুমা, কাকা-কাকীমা, পিসা ও পিসিমা, প্রিয় মাসিমা (রেখা ও শিরিন) ও মেসো, প্রিয় মামা (মঞ্জু, দিলীপ, মলয়, বিপুল) ও প্রিয় মামী (আগ্নেস, শান্তি, সুফলা, স্বর্ণ, জলি ও হিমানী) প্রিয় দাদা (মিঠু, সাকীব, রাফি, প্রবীর, পল্লব, জুয়েল, ম্যাগডোনাল্ড, জেরী, শিপন, নিরেন, রনাল্ড, স্টিভ) ও প্রিয় বৌদি-(মিতা, স্যান্ডি, রুপালী ও লিমা)-প্রিয় দিদি (সিস্টার রুমা-শান্তিরাণী, সিস্টার ফ্লোরা-সিস্টারস্ অব চ্যারিটি, জেকসী, লিজা, জুবিলেট, তনুশ্রী, মৌটুসী), প্রিয় বোন (মৌ, দীপিতা, অমৃতা, প্রিয়াঙ্কা ও মুগ্ধতা), প্রিয় ভাই (প্রজন্ম ও প্রাবল্ল , দীপ, দীপ্ত) প্রিয় ভাইজি (রূপম, রীদি, নিলাদ্রি, ঐন্দ্রিলা), প্রিয় ভাগ্নি/ভাগ্নে (অপসরী, এঞ্জেল, সানভি, সৌর্য, এইডেন, এলিনা) প্রিয় ভাইপো- স্পর্শ

বিজ্ঞ/১৩১/২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ২৪
৩ - ৯ জুলাই, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
১৯ - ২৫ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা
ছনি মজেছ ডি রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

স্বপ্ন বাস্তবায়নে সঠিক পরিকল্পনা প্রয়োজন

২৫ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, বাংলাদেশের স্বপ্নপূরণের এক ঐতিহাসিক দিন। অনেক আকাঙ্ক্ষিত ও প্রতীক্ষিত পদ্মা সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিন। শত প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে নিজেদের সক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার একটি মাইলফলক এই পদ্মা সেতু। দৃষ্টিনন্দন এই পদ্মা সেতুর নির্মাণশৈলী সকলকে যেমনিভাবে মোহিত করছে ঠিক একই ধারায় সকলকে গৌরবান্বিতও করছে কেননা তা নির্মিত হয়েছে এদেশের মানুষের অর্থে। সাহসী এই পদক্ষেপ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য সরকার প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট সকলেই প্রশংসার যোগ্য। সুষ্ঠু পরিকল্পনার ফসল এই দৃষ্টিনন্দিত পদ্মা সেতু। বাংলাদেশে অনেক কিছুর শুরুই খুব সুন্দর হয়। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সৌন্দর্যহানি ঘটতে থাকে এবং আমরা সকলেই সে সৌন্দর্যহানিতে অংশ নিই। তাই পদ্মা সেতুর দ্বার উন্মোচনের শুরু থেকেই সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে এগুতে হবে এর সৌন্দর্য ও প্রয়োজনীয়তা রক্ষা করার জন্য।

যে কোন ধরনের কর্মকাণ্ড সফলতার সাথে সম্পন্ন করতে একটি সঠিক ও সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রতিবছরই প্রত্যেকটি ধর্মপ্রদেশ নিজেদের প্রয়োজন ও পরিস্থিতির ভিত্তিতে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিকল্পনা থাকার কারণেই একটি ধর্মপ্রদেশ আপন গতিতে পরিচালিত হয় আর পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের প্রচেষ্টাই একটি ধর্মপ্রদেশকে গতিশীল ও প্রাণবন্ত রাখে। সঙ্গত কারণেই পালকীয় পরিকল্পনা প্রণয়নে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ যেন নিশ্চিত হয়। সুষ্ঠু সমন্বিত পালকীয় পরিকল্পনা তৈরি হলে এবং তা বাস্তবায়িত হলে "মিলন-সমাজ" গড়ে উঠবে, ফলে বাংলাদেশ মণ্ডলী প্রাণবন্ত, শক্তিশালী ও স্বাবলম্বী হবে। অনেক সময় ভালোভালো পরিকল্পনা ও নির্দেশনা তৈরি হয় ঠিকই কিন্তু পারিপার্শিক নানা জটিলতার কারণে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হয়না। যুদ্ধ, করোনার তাণ্ডবে বিশ্বের অনেক কিছুই আর সঠিক পথে চলতে পারছে না। এসব সংকট মাথায় রেখেই পরিকল্পনার কৌশল নির্ধারণ করতে হবে।

এবারে ধর্মপ্রদেশগুলো তাদের পালকীয় সম্মেলনের প্রাধান্য দিয়েছে সিনোডাল মণ্ডলী বিষয়টিকে। সিনোডাল মণ্ডলী হলো মিলন-সমাজ, যেখানে সবার অংশগ্রহণ থাকবে এবং তাদের একটা মিশন বা প্রেরণ দায়িত্ব থাকবে। তাই মণ্ডলীতে মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণদায়িত্ব এই তিনটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্টগুলোর মধ্যদিয়েই মণ্ডলী সক্রিয় ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। আমরা প্রত্যেকেই এক ঈশ্বরের সন্তান। তাই তার সন্তান হিসেবে আমরা সবাই প্রেরিত। সঙ্গতকারণে পরিবারে সন্তানদের সঠিক গঠন দিতে হবে, ধর্মীয় ভাবমূর্তি বজায়ে রেখে মিডিয়ার ব্যবহার করতে হবে। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সম্মীলিত প্রচেষ্টার ফলেই সুন্দর, সুখী মিলন-সমাজ গঠন করা সম্ভব।

আত্মকেন্দ্রিকতা পরিহার করে পারস্পরিক সহাবস্থান ও সহযোগিতায় সক্রিয় অংশগ্রহণে হোক মানব জীবন। মানবিক গুণাবলী বিকাশে, সামাজিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় অনুশাসনে পরিবার, সমাজ, মণ্ডলী ও রাষ্ট্র হোক সুন্দর, গতিশীল ও আনন্দময়।

খ্রিস্টে দীক্ষিত সকল ব্যক্তি কোন ভাবেই প্রেরণ কাজ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। আমরা দীক্ষিত বটে তবে ব্যক্তিগত জীবন চর্চায় তা কি যথাযথ প্রকাশ করে থাকি? বিশেষ করে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে যাদের পদচারণা বেশী, তারা কি তাদের আচার-আচরণে খ্রিস্টানদের অনন্য পরিচয় বা আদর্শ ধরে রাখতে পারে? এই দেশে হাজারো অখ্রিস্টানের মাঝে আমি একজন দীক্ষিত খ্রিস্টান। এদের মাঝে আমার উপস্থিতি, পদচারণা, অবস্থান আরও বেশী যথার্থ। কারণ বিশাল এই প্রেরণক্ষেত্রে বিশ্বাসের সাক্ষ্য দেওয়ার অনেক সুযোগ রয়েছে। তাই প্রেরণকর্মীদের প্রেরণ ক্ষেত্র শুধু এদেশেই নয় অর্থাৎ শুধু পরিবারে, সমাজে, দেশে নয়, তা হবে বিশ্বের সর্বত্রই, সকল মানুষের মাঝে। প্রকৃত পক্ষে মঙ্গলসমাচারের বাণীই হচ্ছে আমাদের প্রচারের মূল ভিত্তি। ভালোবাসা ও সত্যের এই বাণী যথাযথভাবে গ্রহণ ও অন্যদের সাথে সহভাগিতা করার যে উদ্যোগ ও পরিকল্পনাগুলো বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ গ্রহণ করেছে তা সফল করতে পবিত্র আত্মা সকলকে প্রজ্ঞা দান করুন॥ †

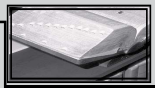

তিনি তাদের বললেন, 'ফসল প্রচুর বটে, কিন্তু কর্মী অল্প; অতএব ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন শস্যখেতে কর্মী পাঠান। **(লুক ১০:২)**

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

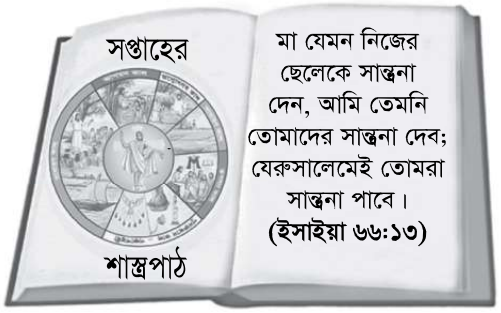

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৩ - ৯ জুলাই, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

৩ জুলাই, রবিবার
ইসা ৬৬: ১০-১৪, সাম ৬৬: ১-৭, ১৬, ২০, গালা ৬: ১৪-১৮, লুক ১০: ১-১২, ১৭-২০ (সংক্ষিপ্ত ১০: ১-৯)
বিশপ সুব্রত এল হাওলাদার সিএসসি-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী

৪ জুলাই, সোমবার
পর্তুগালের সাধ্বী এলিজাবেথ
হোসেয়া ২: ১৬-১৭, ২১-২২, সাম ১৪৫: ২-৯, মথি ৯: ১৮-২৬

৫ জুলাই, মঙ্গলবার
সাধু আন্তনী জাখারিয়া
হোসেয়া ৮: ৪-৭, ১১-১৩, সাম ১১৫: ৩-৯, ১১, মথি ৯: ৩২-৩৮

৬ জুলাই, বুধবার
সাধ্বী মারীয়া গরেট্টি, কুমারী ও সাক্ষ্যমর
হোসেয়া ১০: ১-৩, ৭-৮, ১২, সাম ১০৫: ২-৭, মথি ১০: ১-৭
অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:*
১ করি ৬: ১৩-১৫, ১৭-২০, সাম ৩১: ১-২, ৫-৭, ১৬, ২০, মথি ১০: ২৬, ২৮-৩৩

৭ জুলাই, বৃহস্পতিবার
হোসেয়া ১১: ১, ৩-৪, ৮-৯, সাম ৮০: ১-২, ১৪-১৫, মথি ১০: ৭-১৫

৮ জুলাই, শুক্রবার
হোসেয়া ১৪: ২-১০, সাম ৫১: ১-২, ৬-৭, ১০-১২, ১৫, মথি ১০: ১৬-২৩

৯ জুলাই, শনিবার
সাধু আগস্টিন জাও-রং, যাজক এবং সঙ্গীগণ, সাক্ষ্যমরগণ
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রিস্টযাগ
ইসা ৬: ১-৮, সাম ৯৩: ১-২, ৫, মথি ১০: ২৪-৩৩

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৩ জুলাই, রবিবার
+ ১৯২৮ সিস্টার এম এডলফিন ডুগ্যান সিএসসি
+ ১৯৭২ ফাদার সাইমন থেটা (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯২ সিস্টার ক্যাথেরিন এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০০৩ ব্রাদার দানিয়েল রোজারিও সিএসসি (ঢাকা)

৪ জুলাই, সোমবার
+ ১৯৯৭ ফাদার ইতালো গাউদেঞ্জি এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০১ ফাদার রিনাল্‌দো নাভা এসএক্স (খুলনা)
+ ২০১০ ব্রাদার আন্তনী কেভিন টুডু টিওআর (দিনাজপুর)

৬ জুলাই, বুধবার
+ ২০১৭ সিস্টার রোজ বার্নার্ড সিএসসি (ঢাকা)

৭ জুলাই, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৫৮ সিস্টার এম. আগাথা আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৬ সিস্টার মারীসেলিন, এসএমআরএ

৯ জুলাই, শনিবার
+ ১৯৫১ ফাদার অত্তোরিনো পেদ্রোত্তি পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৩ সিস্টার জন লাপোয়াঁত সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০২১ সিস্টার মেরী সহায় এসএমআরএ (ঢাকা)

আমাদের স্বপ্নের জয় হলো

অবশেষে শত্রুদের কুচক্রান্ত সকল মিথ্যে বানোয়াট কাহিনী ভুল প্রমাণ করে এবং অনেক স্বপ্নহীন জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে সারা বিশ্ববাসীকে অবাক করে দিয়ে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশের মা, মাটি, মানুষের আপোষহীন ও ভালোবাসার মানুষ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঠিক সময়ের সঠিক সিদ্ধান্ত, সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশের ষোল কোটি মানুষের দীর্ঘদিনের মনের ভেতর লালিত স্বপ্ন, স্বপ্নের পদ্মা সেতুর শুভ যাত্রা শুরু হলো গত ২৫ জুন, পদ্মা সেতুর শুভ উদ্বোধনীর মধ্যদিয়ে।

পদ্মা সেতু আমাদের এক বড় স্বপ্ন। পদ্মা সেতু আমাদের গর্ব ও অহংকার। আমরা বাঙালি জাতি যে মাথা নত করে না এবং সাহসী জাতি তা আবারও বিশ্ববাসীকে জানান দেওয়া হলো একদম নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশের এ যাবৎ কালের সবচেয়ে বড় অংকের মেগা প্রকল্প পদ্মা সেতুর কাজ শুভ সমাপ্তির মধ্যদিয়ে। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় জননেত্রী শেখ হাসিনার একক ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সাহসী সিদ্ধান্তে আমাদের অনেক দিনের দেখা স্বপ্নের পদ্মা সেতু আমাদের অহংকার।

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এক নতুন মাত্রা যোগ হলো। বিশেষ করে আমাদের দেশের দক্ষিণ এলাকা ও দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকার সাথে যোগাযোগের যে নতুন পথ পদ্মা সেতুর মাধ্যমে সৃষ্টি হলো তার মধ্যদিয়ে এলাকার অবহেলিত মানুষের জীবনমান উন্নয়ন হবে ব্যাপক ভাবে। সেই সাথে সারা দেশের সাথে যোগাযোগ পথ মসৃণ হওয়ায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সূচকের বিশাল উন্নয়ন হবে তা শুধু এখন সময়ের ব্যাপার।

আমি ১৯৬৯ গণঅভ্যুত্থান দেখেছি, মুক্তিযুদ্ধ দেখেছি এবং দীর্ঘ নয় মাসের রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের পর আপোষহীন বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের বিজয় নিজ চোখে দেখেছি ও বিজয় উদ্‌যাপন করেছি। আমার দৃষ্টিতে আজ হতে ৫১ বছর আগে সেই ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বরের ঐতিহাসিক বিজয়ের পর বাংলাদেশের মানুষের স্বপ্নের পদ্মা সেতুর শুভ উদ্বোধনীর দিনটি হলো বাংলাদেশের জন্য নতুন আরেকটি বিজয়। কারণ শত প্রতিকূলতা পেরিয়ে অনেক চ্যালেঞ্জ শক্ত হাতে মোকাবিলা করে আজকে আমরা পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে দেশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত যাচ্ছি একদম অল্প সময়ে ও নির্বিঘ্নে।

আমাদের স্বপ্নের পদ্মা সেতু আজ সারা বিশ্বে সমাদৃত ও প্রশংসিত। এই সেতুর মধ্যদিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরো অনেক অনেক উজ্জ্বল হলো। সেতুর শুভযাত্রা শুরু হওয়ার সাথে সাথে এখন আমাদের সুন্দর স্বপ্নময় পদ্মা সেতুর যথাযথ যত্ন ও সুন্দর ভাবে উন্নয়নে অনেক দায়িত্ব পালন করতে হবে। আসুন আমরা সব কিছুর উপরে আমাদের অনেক দিনের স্বপ্নময় পদ্মা সেতুর সঠিকভাবে যত্ন নেই সুন্দরভাবে আমাদের অতি প্রিয় বাংলাদেশকে আর্থসামাজিক উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যাই সম্মিলিত ভাবে॥

দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ

ঐশ আহ্বানে সাড়াদান: ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতার প্রকাশ

রনেশ রবার্ট জেত্রা

পরম করুণাময় সত্য ও সুন্দর ভগবান। তাই তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুই সৌন্দর্যের মাধুর্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে তিনি মানব জাতিকে নিজের সাদৃশ্যে সৃষ্টি করে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। মানুষকে তিনি স্বাধীনরূপেই সৃষ্টি করেছেন। তাই তিনি মানুষের স্বাধীনতায় কোন হস্তক্ষেপ করেন না। তিনি চান মানুষ যেন নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় তাঁর প্রদত্ত আহ্বানকে গ্রহণ করে এবং সে পথ অনুসারে জীবনকে পরিচালনা দান করতে পারে। কেননা তিনি সৃষ্টির সময়েই প্রতিটি মানুষের জন্য একটি নির্দিষ্ট আহ্বান দিয়ে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তাই তিনি প্রতিনিয়তই আমাদেরকে আহ্বান করে থাকেন যেন আমাদের প্রতি প্রদত্ত তাঁর আহ্বানটি গ্রহণ করি। আমরা যখন তা সাদরে গ্রহণ করি এবং সে জীবনাহ্বান অনুসারে জীবনকে পরিচালনা দান করতে পারব তখনই আমরা হয়ে উঠি তাঁর বাধ্য সন্তান। ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য থাকার অর্থই হলো তাঁর আদেশ-নির্দেশ অনুসারে নিজেকে পরিচালিত হতে দেওয়া অর্থাৎ তিনি আমাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে যে পথে চলতে আহ্বান করে থাকেন, সেই ঐশ আহ্বান গ্রহণ করা।

বৈচিত্র্য তাঁর জগৎ সৃষ্টি এবং বৈচিত্র্যময় আমাদের মানব জীবন। তাই বৈচিত্র্য আমাদের জীবনাহ্বানও। তিনি মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্যতা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। তাই আমাদের প্রত্যেকের আকার-আকৃতি বা কাজের প্রকৃতিতে ভিন্নতা রয়েছে। আবার বৈচিত্র্যতা রয়েছে যেমন আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য পালনেও তেমনি আমাদের জীবনাহ্বানেও রয়েছে কিছু বৈচিত্র্যতা। তাই তো আমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ হয়ে ওঠে একজন যাজক বা ব্রতধারী কিংবা ব্রতধারিণী। কেউবা হয়ে ওঠে একজন ধর্মশিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, ডাক্তার-নার্স ইত্যাদি। আবার আমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বিবাহিত জীবনে প্রবেশের আহ্বান পেয়ে থাকেন। আর আমাদের জীবনে কাজের এই ভিন্নতাই হলো আমাদের জীবনে ঐশ আহ্বানের বৈচিত্র্যতা। তবে আমাদের জীবনে যে আহ্বানই আসুক না কেন যদি তা ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে আমাদের ইচ্ছার কোন সামঞ্জস্য না থাকলে, সে আহ্বান জীবনে প্রবেশ করা আমাদের জীবনে কোন মঙ্গল বয়ে আনবে না। বরং তা মূর্খতার নামান্তর মাত্র। তাই আমার/আপনার প্রতি তথা আমাদের প্রতি ঈশ্বরের আহ্বানটা কি? তা প্রথমত জানার এবং বুঝার জন্য চেষ্ট করতে হবে।

কারো প্রতি বাধ্য থাকার অর্থই হলো সংশ্লিষ্ট ঐ ব্যক্তির আদেশ-নির্দেশ ও ইচ্ছানুসারে নিজ জীবনকে পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত করা। বাধ্যতার মানেই হলো অন্যের পরিচালনাধীনে নিজেকে ন্যস্ত করা বা সমর্পণ করা। তিনি যেমন আমাদেরকে ভালোবেসে সৃষ্টি করে এই পৃথিবীত প্রেরণ করেছেন তেমনি আমাদেরও উচিত তাঁকে ভালোবাসা। তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের একটি উত্তম পন্থা বা উপায় হলো তাঁর প্রতি বাধ্য থাকা বা হওয়া। ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা বা তাঁর বাধ্য থাকার অর্থই হলো, তাঁর আহ্বানে সাড়াদান করা। যেহেতু তিনি আমাদের জীবন দান করেছেন, সেহেতু তিনি চাইলেই পারতেন আমাদের জীবনাহ্বানে হস্তক্ষেপ করতে। কিন্তু তিনি কখনো আমাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। তিনি আমাদের জন্মের পূর্বেই আমাদের জন্য নির্দিষ্ট আহ্বান নির্ধারণ করে রেখেছেন। সেখানে তিনি শুধু আমাদের জীবনাহ্বানকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়ে দিয়ে আহ্বান করে যাচ্ছেন। তিনি চান আমরা যেন আমাদের প্রতি তাঁর আহ্বান কি এবং আমাদেরকে কোন জীবনাহ্বানে চলতে আহ্বান করছেন তা নিজেরাই যেন আবিষ্কার করি এবং পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছায় যেন তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করি।

ঐশ আহ্বানে সাড়া দিয়ে যারা তাঁর প্রতি বাধ্যতার চরম প্রকাশ করেছেন এমন মহৎ দৃষ্টান্ত আমরা পবিত্র বাইবেলের বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাই। যেমন- মা মারীয়া এবং সাধু যোসেফ ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে গ্রহণ করেছেন *(লুক ১:৩৮; মথি ১:২৪)*। মোশী, প্রবক্তা সামূয়েল, এলিয় এবং আরো অনেক প্রবক্তাগণ যারা ঐশ আহ্বান গ্রহণ করেছেন এবং পালন করেছেন। তাছাড়া দীক্ষাগুরু যোহন প্রভুর আসার পথ প্রস্তুত করার আহ্বান গ্রহণ করেছেন *(মথি ৩:১-২)* এবং সাধু মথি অর্থাৎ করগ্রাহক লেবি *(মথি ৯:৯-১০)*, সাধু পল *(শিষ্য ৯:১-১৯)* প্রভৃতি। এছাড়াও আমরা মাতা-মণ্ডলীতে অনেক সাধু-সাধ্বীদের কথা জানি। যারা ঐশ আহ্বান গ্রহণ করে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতার প্রকাশ করেছেন এবং আমাদের জন্য আজ মহৎ দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন।

বৈচিত্র্যময় এই পৃথিবীতে আমরা একেক জন অভিনেতা বা অভিনেত্রী। এই বিশ্ব মঞ্চ নাটকে নির্দিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করতেই তিনি আমাকে বা আপনাকে প্রেরণ করেছেন। সেখানে আমাদের উচিত শুধু বিষয়টি বা নিজের ভূমিকাটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে সেখানে অভিনয় করা বা মঞ্চায়িত করা। কারণ আমার বা আপনার নিজের ভূমিকাটি আমি বা আপনি ছাড়া আর কেউ তা সুষ্ঠুভাবে অভিনয় করতে পারবে না। অর্থাৎ ঈশ্বর আমাকে বা আপনাকে জীবনে যে আহ্বানটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা ভালোভাবে বুঝে নিয়ে তা পূর্ণ করার ক্ষমতা আমাকে বা আপনাকেই দেওয়া হয়েছে। আমরা যখন ঐশ আহ্বানটি বুঝতে পারি তখনই আমরা জীবন পথে সঠিক পথে অগ্রসর হতে পারি। আমাদের প্রত্যেকেরই একটি নির্দিষ্ট সুষ্ঠু অভিনয়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে নিতে হয়। তেমনি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অর্থাৎ আমাদের সেই পরম পিতার সান্নিধ্যে স্থায়ী সুখ লাভ করার যে নির্দিষ্ট লক্ষ্য সেখানে পৌঁছতে হলে আমাদেরকে ঈশ্বর প্রদত্ত নির্দিষ্ট আহ্বানের পথ ধরেই অগ্রসর

হতে হবে। অন্যথায় আমরা যদি সেই নির্দিষ্ট জীবনাহ্বানের পথ থেকে সরে গিয়ে অন্য পথ বা আহ্বান গ্রহণ করি তখন পদে পদে আমাদেরকে বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। ফলশ্রুতিতে আমরা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ থেকে বিচ্যুত বা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি।

পিতা ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। তাই তিনি আমাদেরকে ভালোবেসে তাঁর একমাত্র পুত্র যিশুখ্রিস্টকে আমাদের জন্য এ জগতে প্রেরণ করেছেন যেন আমরা তাঁর জীবনাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের জন্য যে নির্দিষ্ট আহ্বান দিয়েছেন আমরা যেন সে আহ্বানে সাড়া দিতে পারি। স্বয়ং খ্রিস্ট তাঁর কথা ও কাজের দ্বারা আমাদেরকে শিখিয়েছেন কিভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুবর্তী হতে হয় কিংবা কিভাবে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য থাকতে হয়। মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য থাকার উপায় হল তাঁর আদেশ-নির্দেশ বা আহ্বানে সাড়া দান করা।

মঙ্গলময় ঈশ্বর আমাদের মঙ্গলের জন্য মানব জীবনে দিয়েছেন বৈচিত্র্যময় আহ্বানের সমাহার। যেমন সবাইতো যাজক বা ব্রতধারী-ব্রতধারিণী হয়না বা হতে পারে না। আবার সবাই বিবাহ জীবনে প্রবেশ বা আবদ্ধও হয় না কিংবা সবাইতো প্রধানমন্ত্রী বা চিকিৎসক হতে পারে না। আমাদের জগতের মঙ্গলের বা কল্যাণের জন্যই পরম পিতা বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন আহ্বান দিয়ে থাকেন। আমরা যখন আমাদের জন্য নির্ধারিত আহ্বান গ্রহণ করি, তখনই মাত্র আমাদের মঙ্গল সাধিত হয়। সবাই যদি ব্রতীয় বা যাজকীয় জীবন গ্রহণ করতো তাহলে মণ্ডলীতে যাজক বা ব্রতধারী বা ব্রতধারিণীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত না। আবার সবাই যদি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে মণ্ডলী পরিচালনার জন্য যাজক বা ব্রতধারী-ব্রতধারিণী পেতে পারতাম না। সকলে যদি চিকিৎসক হতো তাহলে আমাদের সমাজ জীবনটা পঙ্গু হয়ে যেত। তাই ঈশ্বর সবকিছুতে সামঞ্জস্য রেখে মানুষের মঙ্গলের জন্য বৈচিত্র্যময় আহ্বান দিয়ে আমাদেকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তাই আমাদের কর্তব্য হলো আমার/আপনার প্রতি ঈশ্বরের বা ঐশ আহ্বানটা কি তা বুঝতে চেষ্টা করা বা আবিষ্কার করে তা গ্রহণ করে নিয়ে জীবন পরিচালনা করা। যখনই আমরা তাঁর আহ্বানকে গ্রহণ করি তখন আমরা তাঁর প্রকৃতভাবে বাধ্য সন্তান হয়ে উঠি।

আমাদের জীবনাহ্বানে পথ চলতে গিয়ে আমাদেরকে অনেক সময় বিপদ বা প্রতিবন্ধকতার সম্মূখীন হতে হয়। কিন্তু সেই প্রতিবন্ধকতা বা বিপদ দেখে কিংবা কষ্টের পরিস্থিতি দেখে যদি আমরা আমাদের জীবনাহ্বান পথ ছেড়ে আরাম-আয়েশের কিংবা আমাদের অভিলায় বা ভোগ-লালসায় গা ভাসিয়ে দিই তাহলে নির্দিষ্ট আহ্বান জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো। আমাদেরকে সর্বদা ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা রেখেই পথে অগ্রসর হওয়া উচিত। কারণ যিনি আমার বা আপনার জন্য নির্দিষ্ট আহ্বান জীবন নির্ধারণ করে সে পথে চলার আহ্বান করেছেন, সে পথে চলার শক্তি বা কৃপার ব্যবস্থাও তিনি করে রেখেছেন। জীবনাহ্বান পথে চলার পথে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা জয় করার উপায়ও ঈশ্বর আমাদেরকে দান করবেন। আমাদেরকে সেক্ষেত্রে শুধু তাঁর আহ্বানটা গ্রহণ করে নিতে হয় এবং তিনি আমাকে বা আপনাকে কোন জীবনাহ্বানে বা পথে চলার জন্য আহ্বান করেছেন তা জানবার চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য এবং তা বুঝে বা আবিষ্কার করে ও গ্রহণ করাই হল ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বাধ্যতার প্রকাশ।

পরিশেষে, বিশ্ব আহ্বান দিবসে মঙ্গলময় পিতা, যিনি আহ্বানদাতা এবং আহ্বানের উৎস, তিনি আমাদের সবাইকে নিজ নিজ জীবনাহ্বান বুঝতে এবং তা সদ্বিচ্ছায় গ্রহণ করার মধ্যদিয়ে তার বাধ্য সন্তান হওয়ার কৃপাশীষ দান করুন॥ ❑

যিশুর রক্তে ধৌত আমি

মিলটন খোকন হালদার

প্রথম "মনুষ্য" আদম "সজীব প্রাণী হইল" (এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব); শেষ আদম (খ্রিস্ট) জীবনদায়ক আত্মা হইলেন (মৃত্যু থেকে জীবনদান) *১ করিন্থীয় ১৫:৪৫*।" সঠিকভাবে না বুঝতে পারার জন্য যিশুর রক্তের ধারণা কিছু মানুষকে বিভ্রান্ত করে, কিন্তু বিশ্বাসীরা তার ক্ষমতা যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারে না।

আদম যখন পাপ করেছিলেন, তার পাপ তার রক্তের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। *গীতসংহিতায়* আছে পাপে আমার মাতা আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন (এবং আমিও পাপী)। যিশু মানবজাতিকে উদ্ধার করার জন্য এসেছিলেন, যেন আমাদের স্বাধীনতা ক্রয় করেন এবং যেন আমাদের আদি অবস্থা ফিরিয়ে দেন। তিনি পাপপূর্ণ রক্ত দিয়ে এই কাজ কী করে করতে পারেন?

প্রথম করিন্থীয় ১৫:৪৫ পদে যিশুকে বলা হয়েছে শেষ আদম। কারণ তিনি ঈশ্বর থেকে জন্মেছিলেন, মানুষ থেকে নয়, যিশুর রক্তে জীবন আছে এবং যখন এটি সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন যে মৃত্যু আমাদের পাপের মধ্যদিয়ে কাজ করে তাকে তার রক্তের জীবন পরাস্ত করে জয়ী হয়। আমাদের যে কর্তৃত্বের স্থান ছিল ঈশ্বর চান যেন আমাদের জন্য সেটি আবার পুনরুদ্ধার হয়। ইতিমধ্যে তিনি সমস্ত ব্যবস্থা করেছেন। আমরা বলতে পারি যে তিনি "এই লেনদেন বন্ধ করেছেন"। সম্পূর্ণ ক্রয়মূল্য দেওয়া হয়েছে। আমাদেরকে মূল্য দিয়ে ক্রয় করা হয়েছে যিশুর বহুমূল্য রক্ত দিয়ে।

ঈশ্বর, আমি যিশুর রক্তে উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছি এবং মুক্তিলাভ করেছি। আমি যদিও পাপে জন্মেছিলাম, যিশুর রক্ত আমাকে পরিষ্কার করেছে। প্রভু, তোমাকে ধন্যবাদ! ❑

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় ১৭তম পালকীয় সম্মেলন-২০২২ খ্রিস্টাব্দ

"আহা কত ভাল লাগে! কতই মধুর লাগে! ভাইয়ে ভাইয়ে এই একই সঙ্গে থাকা *(সাম ১৩৪:১)*, একই সাথে পথ চলা।" গত ১৬-১৮ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে, (বৃহস্পতিবার-শনিবার) "স্থানীয় মণ্ডলীর সহযাত্রা: মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ-দায়িত্ব" এই মূলসুরের আলোকে ঢাকা আর্চবিশপ ভবনে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় ১৭তম পালকীয় সম্মেলন-২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১জন আর্চবিশপ ১জন বিশপ, ৬১ জন ফাদার, ২ জন ডিকন, ৩ জন ব্রাদার, ৫১ জন সিস্টার ও ১৬৫ জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করে।

১৬ জুন, বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টায় প্রার্থনার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত নৃত্যের মধ্য দিয়ে সবাইকে বরণ করে নেওয়া হয়। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, ওএমআই শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, মণ্ডলী হল খ্রিস্টের দেহ, ভক্তজনগণের সমাবেশ যাদেরকে খ্রিস্ট নিজেই আহ্বান করেন। স্থানীয় মণ্ডলীকে সিনোডাল মণ্ডলী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমাদের স্থানীয় মণ্ডলী, বিশ্ব মণ্ডলীর সাথে একত্রে পথ চলছে। মণ্ডলীতে মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ-দায়িত্ব এই তিনটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যদিয়ে মণ্ডলী সক্রিয় ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এরপর থাকে পরিচয় পর্ব। আঠারগ্রাম, ভাওয়াল, গামাসা, ঢাকা অঞ্চল, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, কমিশন থেকে আগত সকলে ও যুব কমিশনের এনিমেটরগণ তাদের পরিচয় প্রদান করে। আর্চবিশপ মহোদয় সবাইকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা প্রদান করেন। অতপর বিগত পালকীয় সম্মেলনের প্রতিবেদন, বিগত বছরের বিভিন্ন কমিশনের কার্যক্রমের প্রতিবেদন (২০২১-২০২২) ও পালকীয় অঞ্চলসমুহের প্রতিবেদন পেশ করা হয়। রাতের খাবারের মধ্যদিয়ে প্রথম দিনের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

১৭ জুন, শুক্রবার সকালে মূলসুর: "স্থানীয় মণ্ডলীর সহযাত্রা: মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ-দায়িত্ব"- এর আলোকে সহভাগিতা করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, ওএমআই। তিনি তার সহভাগিতায় মণ্ডলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করেন। "আমাদের মণ্ডলী হল স্থানীয় মণ্ডলী; এই মণ্ডলী বিশ্ব মণ্ডলীর সাথে সংযুক্ত। মণ্ডলী হলো আলো-স্বরূপ। এই আলো হলো খ্রিস্টের আলো। এই আলোতে আমাদের সেবাকাজকে আমরা যেন এগিয়ে নিয়ে যাই।" তিনি আরও বলেন- "সিনোডাল মণ্ডলী হলো মিলন-সমাজ, যেখানে সবার অংশগ্রহণ এবং তাদের রয়েছে একটা মিশন বা প্রেরণ দায়িত্ব যেখানে সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে।" এরপর থাকে মূলসুর মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ-দায়িত্ব এর আলোকে তিনজন বক্তার বাস্তব-কর্মজীবন ভিত্তিক সহভাগিতা। তাদের সহভাগিতা ছিল অত্যন্ত যুগোপযোগী ও অনুপ্রেরণামূলক। এরপর ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব। অংশগ্রহণকারীগণ বক্তাদের নিকট বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে নতুন-নতুন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। এরপর বিভিন্ন পেশা ভিত্তিক ব্যক্তিবর্গ যে সকল বিষয়ের উপর সহভাগিতা করেন তা হলো: পালকীয় সেবা, পারিবারিক জীবন, শিক্ষা সেবা, স্বাস্থ্য সেবা, আইনগত সেবা, যুব সেবা, আর্থিক খাতে সেবা, মানব উন্নয়ন সেবা (এনজিও), প্রতিবন্ধী সেবা ও মাদকাসক্ত। এরপর ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া সিনোডাল মণ্ডলীর কার্যক্রমের উপর বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ও আর্চবিশপ হাউজে অনুষ্ঠিত কার্যক্রমের প্রতিবেদন পেশ করেন। তাছাড়া থাকে অঞ্চল ভিত্তিক দলীয় আলোচনা: সিনোডাল মণ্ডলীর আলোকে অগ্রাধিকার (অঞ্চল ও ধর্মপল্লীর জন্য)। দলীয় রিপোর্ট পেশ ও আলোচনা তুলে ধরেন অঞ্চলভিত্তিক সেক্রেটারীগণ। ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া এর আলোচনার প্রেক্ষিতে ভক্তজনগণের মতামত তুলে ধরার আহ্বান করেন। এতে অনেকে তাদের সুন্দর মতামত ব্যক্ত করেন। রাতের খাবারের পর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। এর মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

১৮ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ শনিবার সকালের অধিবেশনে ছিল পালকীয় সম্মেলনের কর্মসূচী, বিভিন্ন ব্যক্তির সহভাগিতা ও রিপোর্টের উপর প্রেরণবাণী উপস্থাপন করেন ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু। ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়ার মূল বক্তব্য, বিভিন্ন পর্যায়ের সহভাগিতা, দলীয় আলোচনার প্রতিবেদন ও প্রেরণ বাণীর আলোকে বাস্তব ও কার্যকরী বিষয়গুলোর উপস্থাপনা করেন। চূড়ান্ত প্রেরণবাণী উপস্থাপন ও সমাপ্ত করেন প্রেরণবাণী কমিটি। ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল সবাইকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান। আর্চবিশপ মহোদয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ও খ্রিস্টযাগের শেষে চারটি অঞ্চলের চারজন প্রতিনিধিকে জলন্ত প্রদীপ দিয়ে মঙ্গলবাণী প্রচার ও মিলন সমাজ গড়ার লক্ষ্যে প্রেরণ করেন। তাছাড়া এই পালকীয় সম্মেলনে ছিল পবিত্র আরাধনা, প্রার্থনা ও সিনোডাল মণ্ডলীর উপর যুব এনিমেটরদের থিম সং। দুপুর ১টায় এই পালকীয় সম্মেলনের সমাপ্তি হয়॥

ধর্মপ্রদেশীয় সিনোড ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ

"স্থানীয় মণ্ডলী গঠনে: মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ" এ মূলসুরকে কেন্দ্র করে বিগত জুন ১৫-১৬, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের খ্রিস্টজ্যোতি ও পালকীয় সেবাকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হলো ধর্মপ্রদেশীয় সিনোড ২০২২ খ্রিস্টাব্দ। উক্ত সিনোডে বিশপ, ফাদার সিস্টার ও খ্রিস্টভক্তসহ ২৩০ জন অংশগ্রহণ করেন। সিনোডে সভাপতিত্ব করেন ধর্মপ্রদেশেদের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও এবং আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন সুক্লেশ জর্জ কস্তা, আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল।

সিনোড-এ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ফাদার ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও, সহসভাপতি, ধর্মপ্রদেশীয় সিনোড ২০২২। তিনি বলেন, "একসাথে পথ চলা মণ্ডলীর একটি ধারা ও প্রকৃতি। মণ্ডলীর এই একসাথে পথ চলার মৌলিক ধারা স্থিতমূল রয়েছে স্বয়ং ত্রিত্ব ঈশ্বরেরই মধ্যে। একসাথে চলার পথে 'মিলন' হলো সুস্থতার চিহ্ন। একসাথে চলার পথে 'অংশগ্রহণ' হলো বৃদ্ধি। একসাথে চলার পথে 'প্রেরণ' হলো গতিময়তা।"

বিশপ জের্ভাস রোজারিও তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, "আমরা এই সিনোডে আলোচনা করব কিভাবে আমাদের ধর্মপল্লীগুলিকে স্বাবলম্বী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে পারি। বিদেশী মিশনারীদের কাছ থেকে আমরা শুধু খ্রিস্টবাণীই নয়, পেয়েছি অনেক সাহায্য সহযোগিতাও। বর্তমানে আমরা পূর্বের সেই দরিদ্র অবস্থায় নেই। বাংলাদেশ এখন একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং আগামী ২০৪১ খ্রিস্টাব্দে হবে উন্নত দেশ। এজন্য আমরা আর বিদেশী সাহায্য পাব না। সে বিষয় চিন্তা করে, এখনই আমাদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতা অর্জনের জন্য পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ নিতে হবে। আর সেই মণ্ডলী গড়তে আমাদের এখনও অনেক কিছু করতে হবে।" সিনোড প্রস্তুতির পথরেখা অনুসরণ করে ১০টি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে। যা নিম্নরূপ-

একত্রে পথ চলা, শ্রবণ, কথা বলা, উৎসব উদ্‌যাপন, দায়িত্বের সহভাগিতা, সংলাপ আন্তঃমাণ্ডলিক ঐক্য, কর্তৃত্ব ও অংশগ্রহণ, নির্ণয় করা বা সমঝোতায় নির্বাচন করা (Discernment) এবং সিনোডাল পথ।

উক্ত ১০টি বিষয়ের উপর সহভাগিতা করেন যথাক্রমে সিস্টার দিপালী আরেং, মিসেস মনিকা ক্রুশ, দিপু কুজুর, প্রিয়াংকা গমেজ এবং সেন্টু পল কস্তা।

সিনোড বিষয়ক ধারণা নিয়ে সহভাগিতা করেন ফাদার দিলীপ এস কস্তা। তিনি তাঁর আলোচনায় খ্রিস্টমণ্ডলী কি, সিনোড প্রসঙ্গ কথা ২০২৩, সিনডের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, সিনোডের করণীয় দিক নির্দেশনা, সিনোডে অংশগ্রহণ ও ফলপ্রসূ করে তোলার কয়েকটি চিন্তা এবং প্রেরণ-দায়িত্ব (Mission) বিষয়গুলি অগ্রাধিকার দিয়ে আলোচনা সহভাগিতা করেন।

স্থানীয় মণ্ডলীতে মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ বিষয়ে সহভাগিতা করেন গাব্রিয়েল হাঁসদা, ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লী। তিনি তাঁর আলোচনায় স্থানীয় মণ্ডলী কি, স্থানীয় মণ্ডলির বৈশিষ্ট্য ও ভীতির বিষয়, মিলন নির্ভর করার বিভিন্ন দিক, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ প্রভৃতি বিষয়ের আলোকে উপস্থাপনাটি তুলে ধরেন।

সিনোডে ধর্মপল্লী ও ভিকারিয়া পর্যায়ে অনুষ্ঠিত 'কর্মশালায় প্রাপ্ত প্রশ্নোত্তরের সংকলন ও সারাংশ' উপস্থাপন করেন মি. সুক্লেশ জর্জ কস্তা, আহ্বায়ক, সিনোড কমিটি, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ।

সিনোডে স্থানীয় মণ্ডলী গঠনে মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ এ তিনটি বিষয় নিয়ে ভিকারিয়াভিত্তিক আলাদা আলাদা দলীয় আলোচনার বিষয়গুলি উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপন করা হয় 'একসাথে পথ চলার মাধ্যমে পেশাজীবির সক্রিয় স্থানীয় মণ্ডলী গঠন' বিষয়ে বিভিন্ন বয়স, শ্রেণি ও পেশার ২৭ জন প্রতিনিধিবৃন্দের উপস্থাপনাও।

সবশেষে সিনোডে ভিকারিয়াভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ণ ও সহভাগিতা, মুক্তালোচনা ও মূল্যায়ন এবং সিনোড ২০২২-এর অগ্রাধিকারসমূহ নির্ণয়ের মাধ্যমে দুই দিনব্যাপী সিনোড ২০২২ শেষ হয়।

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ মিলনধর্মী বা সিনোডাল মণ্ডলী গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের

অগ্রাধিকার

১. মণ্ডলীর বাণী প্রচার ও সেবাকাজের পরিধি বৃদ্ধি
২. স্থানীয় মণ্ডলীর স্বাবলম্বিতা (অর্থনৈতিক, মানব সম্পদ বৃদ্ধি, স্থানীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহার, দক্ষতাবৃদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে)।
৩. অংশগ্রহণ, দায়িত্ব পালন, জবাবদিহীতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চতকরণ
৪. সকলের অন্তর্ভূক্তিকরণ (বিশেষভাবে যারা দূরে বা প্রান্তিক সীমানায় অবস্থান করছেন)।
৫. ঐতিহ্যবাহী সামাজিক সংগঠন (দিঘরী, বাইশী, পারগানা, বৈঠকী সমাজ) সিনোডাল কাঠামো (ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ, সংঘ/সমিতি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, আন্দোলন ইত্যাদি) গঠন, শক্তিশালীকরণ ও সমন্বয় সাধন।
৬. শিক্ষা, গঠন, সক্ষমতা ও দক্ষতাবৃদ্ধি ও বিশেষ যত্ন।
৭. মিডিয়ার সঠিক ব্যবহার।
৮. বঞ্চিতদের অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং যত্ন প্রদান
৯. খ্রিস্টীয় মূল্যবোধসম্পন্ন ও ভৃত্য নেতৃত্বের বৃদ্ধি।
১০. ধর্মীয়, নৈতিক ও মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা প্রচার ও প্রসার।
১১. খ্রিস্টীয় ভাবাদর্শে ক্রেডিট ইউনিয়নসমূহের গঠন (সমঝোতা, সহযোগিতা, দক্ষতাবৃদ্ধি, যৌথ কার্যক্রম)॥

খুলনা ধর্মপ্রদেশীয় ৪৬তম বার্ষিক পালকীয় সভা ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

গত ১৯ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, পালকীয় সভায় রাত ৮:১৫ মিনিটে খুলনা ধর্মপ্রদেশের পালকীয় সভা শুরু হয়। পরিষদের যুগ্ম-সম্পাদক আলফ্রেড রণজিৎ মণ্ডল সিস্টার জয়েস রোজারিও সিএসসি, সকলকে শুভেচ্ছা জানান এবং ট্রেনিং সেন্টার ব্যবহারের কিছু দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এরপর শ্রদ্ধেয় বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন ও পালকীয় সভায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান।

প্রথম দিনের অধিবেশন:

৬:৩০ মিনিটে বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের মধ্যদিয়ে বার্ষিক পালকীয় সভার কার্যক্রম শুরু হয়। খ্রিস্টযাগে তিনি মিলন সমাজ গঠন ও মঙ্গলবাণী প্রচার বিষয়ে তিনি বলেন, "আমরা প্রত্যেকে বিশ্বাস, আশা ও প্রেম নিয়ে মঙ্গলবাণী প্রচারে অংশগ্রহণ করি। আমাদের মধ্যে যে হিংসা, দম্ভ, হতাশা, নিরাশা ও ভোগবাদ আছে সেগুলো দূর করে; পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সুন্দর মিলন সমাজ গঠন করি।

ফাদার বিপ্লব বিশ্বাসের সঞ্চালনায় ক্যাটেখ্রিস্ট সোপান মণ্ডলের প্রার্থনার মধ্যদিয়ে দিনের কর্মসূচী শুরু হয়। পর সভাপতি ও বিশেষ অতিথিগণের আসন গ্রহণ এবং বরণ নৃত্যের মধ্যদিয়ে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়।

পালকীয় সভা পরিচালনা পরিষদের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় ফাদার ডেভিড রকি গমেজ সকলকে শুভেচ্ছা জানান এবং বলেন, মিলন সমাজ গঠন ও মঙ্গলবাণী প্রচারের মূলভাবকে কেন্দ্র করে একটু চিন্তা করি ও সুন্দর মিলন সমাজ গঠনের জন্য প্রত্যেকে সদা তৎপর হই।

জাতীয় ট্রেনিং সেন্টারের পরিচালক শ্রদ্ধেয় ফাদার মেলেসিও কোয়েভাস এসএক্স বলেন, আমরা প্রত্যেকে যেন একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করি, সচেতন হই, যে বিষয় আছে সে বিষয় নিয়ে একটু চিন্তা করি এবং সুন্দর মিলন সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখি।

যশোর ধর্মপল্লীর শ্রদ্ধেয় পালক-পুরোহিত মৃত্যুঞ্জয় দফাদার বলেন, মঙ্গল সমাচার প্রচার একটা চলমান প্রক্রিয়া; যা যিশু খ্রিস্ট মধ্যদিয়ে এসেছে, তাই আমরা যেন প্রত্যেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই মঙ্গলবাণী প্রচারে অংশগ্রহণ করি এবং মিলন সমাজ গড়ে তুলি।

এরপর উদ্বোধনী বক্তব্যে বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী "মিলন সমাজ গঠন ও মঙ্গলসমাচার প্রচার" এই মূলসুরকে কেন্দ্র করে বলেন, খ্রিস্টমণ্ডলীর ভিত্তি হচ্ছে পবিত্র ত্রিত্ব। পবিত্র ত্রিত্ব হচ্ছে মিলনের উৎস ও প্রেরণা। খ্রিস্টমণ্ডলী হলো খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের মিলন সমাজ। এখানে খ্রিস্টভক্তজন, যাজকগণ নিবেদিত জীবনে উৎসর্গীকৃত সবাই এক হয়ে প্রাবক্তিক ও যাজকীয় দায়িত্ব পালন করেন ও মঙ্গলবাণী ঘোষণা করার মধ্যদিয়ে একাত্মবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করেন।" তিনি পবিত্র বাইবেলের ভিত্তিতে বলেন, "পবিত্র বাইবেলে আমরা স্মরণ করতে পারি আদি মণ্ডলীর কথা, যেখানে সবাই একতাবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করতো। তাদের জীবন যাপনে সহভাগিতা ছিল। শৃঙ্খলা, বাধ্যতা ও পরস্পরকে সেবার মনোভাব ছিল। তারা অসুস্থ, বিধবা ও অসহায় মানুষদের সেবা করতো।"

তিনি আরও বলেন, "বাংলাদেশ মণ্ডলীর পালকীয় পরিকল্পনায় মণ্ডলীর মিলন-সমাজ হয়ে জগতের মাঝে সাক্ষ্যদান করবে। যিশুখ্রিস্টের মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা ও পুনর্মিলনের সুযোগ দিয়েছেন। আমরা যেন ঈশ্বরের সাথে এবং সকল মানুষের সাথে মিলনের বন্ধনে এক মন-প্রাণ হয়ে প্রেমময় এক ও অভিন্ন মানবীয় ও ঐশ পরিবার হয়ে ওঠার আশীর্বাদপ্রাপ্ত হই।"

তিনি আরও বলেন, পোপ ফ্রান্সিস "ফ্রাতেল্লী তুত্তি" নামক সর্বজনীন পত্রে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও কৃষ্টি নির্বিশেষে বিশ্বের সদ্ইচ্ছাসম্পন্ন সকল মানুষকে আহ্বান করেছেন ভ্রাতৃত্বের ও সামাজিক মিলনের জন্য।"

এছাড়াও দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিলে বলা হয়েছে, জগতের কাছে খ্রিস্টের সাক্ষ্যের মাধ্যমে মঙ্গলবাণী প্রচার করতে হবে। বিশ্বব্যাপি মঙ্গলবাণী ঘোষণা করা মণ্ডলীর একটি দায়িত্ব; "হৃদয়ে মানুষকে গ্রহণ করতে, ভালোবাসতে, পরস্পরের সাথে সহভাগিতা করতে, পরস্পরকে আপন করে নিতে, পরস্পরকে ক্ষমা করতে এবং পরস্পরের জন্য প্রার্থনা করতে উন্মুক্ত থাকতে হবে। মিলন সমাজ গঠনে বিশ্বাসী মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করতে হবে। পোপ মহোদয় যে বাণী দিয়েছেন, মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ; সে বাণী অনুসারে পথ চলি।"

কারিতাস খুলনার আঞ্চলিক পরিচালক দাউদ জীবন দাশ **"মিলন সমাজ গঠন"** এই মূলভাবকে কেন্দ্র করে তিনি বলেন, চারশ বছরের বেশী হয়েছে বাংলাদেশে খ্রিস্টীয় বিশ্বাস এসেছে এবং মণ্ডলী স্থাপিত হয়েছে। খ্রিস্টভক্তগণ দৃশ্যমান স্থানীয় মণ্ডলী রূপে এবং খ্রিস্টীয় জীবন সেবার প্রতিষ্ঠান রূপে সংগঠিত হয়েছে।

বৈকালীন অধিবেশনে ফাদার নরেন জে বৈদ্য, **"মঙ্গল বাণী প্রচার"** এ বিষয়ের উপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি ১৮টি ক্ষেত্র বা পদ্ধতি উল্লেখ করেন। যেমন: মঙ্গলবাণী পরিবেশনে বিশ্বাসের সাক্ষ্যদান, ঈশ্বরের বাণী অনুসারে জীবনযাপন: পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন, বিশ্বাস-প্রার্থনায় যাপিত জীবন, মঙ্গলবাণী পরিবেশনে সক্রিয় খ্রিস্টীয় সমাজ গঠন, দয়ার কাজ ও পালকীয় যত্ন, মানব উন্নয়ন, বিভিন্ন প্রান্তিক গোষ্ঠির কাছে খ্রিস্টকে প্রচার করা, দীন দরিদ্র মানুষকে সমাজে অন্তর্ভূক্ত করা, মঙ্গলবাণী ঘোষণায় ধর্মশিক্ষা, ধর্মোপদেশ প্রস্তুতি, আন্তঃমাণ্ডলিক এবং আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক জোরদার করণ, পারিবারিক কলহ দূরিকরণ, নৈতিক মূল্যবোধ গঠন ও মিডিয়ার ইতিবাচক ব্যবহার, আত্মিক উদ্দীপনা সভা। এছাড়াও তিনি বলেন, ধর্ম শিক্ষার কাজ হলো যিশু খ্রিস্টকে, তাঁর জীবন ও সেবা কাজকে এবং খ্রিস্ট বিশ্বাসকে তাঁরই অনুসরণ হিসেবে উপস্থাপন করা।

এরপরে ১০টি ধর্মপল্লীকে ৫টি দলে বিভক্ত করে ২টি প্রশ্নের আলোকে আলোচনা করার জন্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। দলীয়

১। সিনোডাল মণ্ডলী "এক সাথে পথ চলো" প্রেরণ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে, মঙ্গলবাণী ঘোষণায় আমরা খুলনা ধর্মপ্রদেশের বাস্তবতা গুলোর নিরিখে কি কি কৌশলগত যুগোপযোগী পদ্ধতি (পথ/উপায়) ব্যবহার করতে পারি?

২। মণ্ডলীতে মিলন-সমাজ গঠনে বাঁধা ও চ্যালেঞ্জ সমূহ মোকাবেলা এবং মিলন-সমাজ প্রতিষ্ঠায় কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন?

মণ্ডলীতে মিলন সমাজ গঠনে বাঁধা ও চ্যালেঞ্জ সমূহ মোকাবেলা এবং মিলন সমাজ প্রতিষ্ঠায় পদক্ষেপ গ্রহণ

পারিবারিক সচেতনতা, কাথলিক মণ্ডলীর ভাব-ধারায় আত্মিক উদ্দীপনা সভার ব্যবস্থা করা, সাধু-সাধ্বীদের জীবনী পর্যালোচনা ও পর্বীয় দিবস পালন করা, পারিবারিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস অনুশীলন করা, পালকীয় পরিষদ গঠন করা, স্বার্থহীন উদার নেতৃত্বদান ও নারী নেতৃত্বে উৎসাহ প্রদান, ইতিবাচক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি করা, আন্তরিক ও দরদ বোধের সাথে সুশিক্ষা প্রদান করা, পারিবারিক প্রার্থনা ও নৈতিক শিক্ষাদানে গুরুত্বারোপ করা।

এরপর দ্বিতীয় দিন সকলের খ্রিস্টযাগের পর রজত জয়ন্তী পালনকারী ৪জন ফাদার ফাদার আনন্দ মন্ডল, ফাদার মৃত্যুঞ্জয় দফাদার, ফাদার ডমিনিক হালদার ও ফাদার বাবুল বৈরাগী ও ২জন নব অভিষিক্ত ফাদারদ্বয় ফাদার শংকর মন্ডল ও ফাদার চন্দন মার্টিন মন্ডলকে খুলনা ধর্মপ্রদেশের পক্ষ থেকে ফুলের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়।

খুলনা ধর্মপ্রদেশীয় ৪৫ তম বার্ষিক পালকীয় সভার প্রশ্নের আলোকে ধর্মপল্লীভিত্তিক বাস্তব কার্যক্রমের প্রতিবেদন পেশ করা হয়। প্রশ্নগুলো নিম্নরূপ:

১। প্রৈরিতিক মণ্ডলী হয়ে ওঠার লক্ষ্যে ব্যক্তি ও পরিবার পর্যায়ে মঙ্গলবাণী প্রচারে ধর্মপল্লী কি কি বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তা তুলে ধরুন।

২। স্বনির্ভর স্থানীয় মণ্ডলী গঠনের লক্ষ্যে কিভাবে ধর্মপল্লীতে পালকীয় পরিষদ ও অর্থনৈতিক কমিটি গঠন করা হয়েছে তার প্রতিবেদন তুলে ধরুন।

৩। ধর্মপল্লীর কেন্দ্র এবং উপকেন্দ্রগুলোতে ক্রেডিট ইউনিয়ন কার্যক্রম গতিশীল করতে কি কি বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

প্যানেল আলোচনা :

১০:৫০ মিনিটে চা বিরতির পর গাব্রিয়েল বিশ্বাস "মিলন সমাজ গঠনে পরিবারের ভূমিকা" এই মূলসুরের উপর বলেন, আদম ও হবার আদিম পরিবার হলো ঈশ্বর কর্তৃক প্রথম প্রতিষ্ঠান। যে প্রতিষ্ঠানে বিশ্বাস, আশা ও প্রেম বিদ্যমান। যা মানব সভ্যতার অগ্রগতি সাধনে চির কার্যকর ভূমিকা রাখে। আর মণ্ডলী হলো এমন একটি পরিবার; যে পরিবারে হতাশা, নিরাশা নেই। আছে শুধু খ্রিস্টের আলো। যে আলোর মধ্যদিয়ে প্রত্যেককে মিলন-সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখে।

আলবিনো নাথ "মিডিয়া ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মিলন ও বাণীপ্রচার" এই মূলসুরের উপর বলেন, মিডিয়া এমন একটি মাধ্যম, যার মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই তথ্য আদান প্রদান করতে পারি। এই মিডিয়া আমাদের মণ্ডলীতেও বাণী প্রচারে ব্যবহার করতে পারি। বিশেষ করে, প্যারিসের বিভিন্ন কার্যক্রম, বাইবেল পাঠ, উপদেশ ইত্যাদি সম্প্রচার করতে পারি।

বিশপ মহোদয় বিগত দিনের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলেন, আমাদের মণ্ডলীকে কোন আঙ্গিকে দেখতে চাই, সিনোডাল চার্চ গঠনে সকলের সার্বিক সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে পরিবার সম্পর্কে তিনি বলেন, পরিবার সম্পর্কে আমাদের আত্ম-জিজ্ঞাসা থাকতে হবে। পরিবারের সন্তানদের সঠিক গঠনের উপর

গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। তৃতীয় পর্যায়ে মিডিয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন। ধর্মীয় ভাবমূর্তি বজায় রেখে মিডিয়ার ব্যবহার করতে হবে।

বৈকালীন অধিবেশনে ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন কমিশনের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন পেশ করা হয়।

খুলনা ধর্মপ্রদেশের উপাসনা, যোগাযোগ, সংলাপ, সেমিনারী, পরিবার, ন্যায় ও শান্তি, ভক্তজনগণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যুব কমিশনের প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ কমিশনের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন পেশ করেন ও ২০২২ খ্রিস্টাব্দের খসড়া সিদ্ধান্ত হাউজে উত্থাপন করেন। হাউজে বিষদ আলোচনা শেষে খসড়া সিদ্ধান্ত সকলের সম্মতিতে ঠিক করা হয়। সমাপনী বক্তব্যে বিশপ মহোদয় সভায় অংশগ্রহণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি ২০২২ খ্রিস্টাব্দের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন এবং ৪৬তম সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২০২২ খ্রিস্টাব্দের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তসমূহ

১। মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ কাজের মাধ্যমে একটি সিনোডাল মণ্ডলী গঠনের জন্য পরিবার, ধর্মপল্লী, ধর্মপ্রদেশ বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করুক।

২। পরিবারে পালকীয় যত্ন জোরদার করার লক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক।

৩। প্রত্যেক ধর্মপল্লীতে ক্রেডিট ইউনিয়নের কার্যক্রম আরো গতিশীল করা হোক। এ ক্ষেত্রে কারিতাস সহায়তা প্রদান করুক॥

সূত্রঃ সিসিসিসিইউলি/২০২১-২০২২/০৬৫

তারিখঃ ০৩-০৭-২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

চড়াখোলা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সকল সদস্য/সদস্যাবৃন্দের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অত্র ক্রেডিট ইউনিয়ন এর শূন্য পদ পূরণের নিমিত্তে নিম্ন লিখিত পদে যোগ্যতা সম্পন্ন পুরুষ/মহিলাদের নিকট হতে আবেদন পত্র আহ্বান করা যাচ্ছে:-

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বেতন	বয়স, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
০১	অফিস সুপার	০১ জন	আলোচনা সাপেক্ষে	বয়সঃ ২৮-৫০ বছর **শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক পাশ হতে হবে। অভিজ্ঞতাঃ অফিস ব্যবস্থাপনায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ হতে হবে।

ক) চাকুরীকালীন সুবিধাদিঃ সফলভাবে শিক্ষানবীশ পালন শেষে সমিতির চাকুরী বিধিমালা অনুযায়ী বেতন স্কেল, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট, বাৎসরিক ২টি বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসহ সমিতির নিয়মানুযায়ী প্রদান করা হবে।

খ) শর্তাবলীঃ-

১) প্রার্থীকে অবশ্যই চড়াখোলা গ্রামের বাসিন্দা এবং অত্র সমিতির নিয়মিত সদস্য হতে হবে। ২) প্রার্থীকে অবশ্যই কম্পিউটার এম.এস.ওয়ার্ড ও এ্যাক্সেল জানা থাকতে হবে এবং বাংলা টাইপে পারদর্শী হতে হবে। ৩) প্রার্থীকে অফিস ব্যবস্থাপনায় ও কর্মী পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে। ৪) অবশ্যই কর্মঠ হতে হবে। মাঠ পর্যায়ে ও প্রয়োজনে অতিরিক্ত সময় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। ৫) শুধুমাত্র বাছাইকৃত প্রার্থীকে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। ৬) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির যে কোন প্রকার পরিবর্তন বা সংশোধন করার অধিকার বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটি সংরক্ষণ করে।

আগ্রহীদের আগামী ১৪/০৭/২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ বৃহস্পতিবার অফিস সময়ের মধ্যে লিখিত আবেদনপত্র, জীবন বৃত্তান্ত, ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, সকল শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদ পত্রের ফটোকপি, মোবাইল নম্বরসহ আবেদন পত্র বরাবর **"ম্যানেজার, ব্যবস্থাপনা কমিটি, চড়াখোলা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, চড়াখোলা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর"** এই ঠিকানায় জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

পংকজ গ্লাসিড পেরেরা
ম্যানেজার
চড়াখোলা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/১৯৭/২২

এক নজরে স্বপ্নের পদ্মা সেতু

নাম	:	পদ্মা সেতু (পদ্মা নদীর উপর নির্মিত একটি বহুমুখী সড়ক ও রেল সেতু)
দৈর্ঘ্য	:	৬.১৫ কিলোমিটার
প্রস্থ	:	১৮.১০ মিটার
পিলার	:	৪২ টি
স্প্যান	:	৪১ টি
অধিগ্রহণ কৃত জমি	:	৯১৮ হেক্টর
নকশা প্রণয়ণ	:	অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরীসহ ১১ জন সদস্য
নির্মাণ ব্যয়	:	৩০ হাজার ১৯৩ কোটি টাকা
আলোক সজ্জা	:	৪১৫ টি
উদ্বোধন	:	২৫ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
নির্মাতা প্রতিষ্ঠান	:	চায়না রেলওয়ে মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ কোম্পানী লিমিটেড (এমবিইসি)
নিষিদ্ধ করা হয়েছে	:	সেতুতে যানবাহন থামানো, পার্কিং, পায়ে হেঁটে পাড় হওয়া ও মোটর সাইকেল চলাচল
অবস্থান	:	এপারে মাওয়া ওপারে জাজিরা। ২১ টি জেলার সাথে সংযুক্ত

প্রত্যক্ষ উপকারভোগী	:	বাংলাদেশের মোট এলাকার ২৯% অঞ্চল জুড়ে ৩ কোটিরও অধিক জনগণ উপকৃত হবে।
বছরে টোল আদায়	:	১ হাজার ৬০৪ কোটি টাকা। ১৬-১৭ বছরে পুরো খরচ উঠে আসবে
সবুজায়ন	:	প্রকল্প এলাকায় পৌনে দুই লাখ বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে।
সেতুতে রয়েছে	:	৪ লেন সড়ক, ব্রডগেজ রেল, ৪০০ কেভিএ বিদ্যুৎ লাইন, ৩০ ইঞ্চি গ্যাস পাইপ লাইন।
রেল সেতু	:	এতে ১৬০ কিলোমিটার গতিতে ট্রেন চলতে পারবে।
ভূমিকম্পে স্থায়িত্ব	:	রিখটার স্কেলে ৯ মাত্রার ভূমিকম্পে টিকে থাকতে পারবে।
পাইলের অবস্থান	:	মোট ২০৪ টি পাইল ১২০-১২৭ মিটার গভীরে বসানো হয়েছে।
নদীর গভীরতা	:	শীতকালে ১০০ ফুট আর বর্ষায় দ্বিগুণ গভীর হয়।
সেতুর স্থায়ীত্বকাল	:	১০০ বছরেও নষ্ট হবে না।

পদ্মা সেতু খুলে দিল দ্বার, অনেক স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার

গৌরব জি পাথাং

যুগ যুগ ধরে পদ্মা নদী বাংলা কবিতা, গান ও উপন্যাসের বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। পদ্মা নদী মানুষকে সদাই আকর্ষণ করেছে। বাংলার মানুষের মুখে মুখে এখনও এই স্লোগান শোনা যায়, "তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা।" পদ্মা নদীর বিচিত্র রূপ বিচিত্রভাবে ধরা দিয়েছে। কারো কাছে পদ্মা নদী মানেই ইলিশের নদী, কারো কাছে সুন্দরী নদী, কারো কাছে পদ্মা নদী মানেই নদীতে ঘুরে বেড়ানো, কারো কাছে পদ্মা নদী মানেই খরস্রোতা, সর্বনাশা, প্রলয়ঙ্করী নদী, প্রেমিক হৃদয়ের শূন্য হাহাকার। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পদ্মা নদীতে যাতায়াত করতেন। তিনি নৌকায় বসে লেখালেখি করতেন। তিনি কুষ্টিয়া জেলার শিলাইদহ কুঠি বাড়িতে এবং সিরাজগঞ্জের রবীন্দ্র কাছারি বাড়িতে থাকতেন। তিনিও আসা যাওয়ার পথে পদ্মা নদীর প্রেমে পড়েছেন। তাই তিনি পদ্মা নদীকে প্রেয়সীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। পদ্মা নদীর প্রতি তার আবেগ, ভালবাসা এবং উচ্ছ্বাস কবিতার মধ্যে প্রকাশ পায়। তিনি লিখেছেন

"হে আমার পদ্মা!
তোমায় আমায় দেখা শত শত বার
একদিন জনহীন তোমার পুলিনে
গোধূলীর শুভলগ্নে হেমন্তের দিনে,
সাক্ষী করি' পশ্চিমের সূর্য্য অস্তমান
তোমারে সঁপিয়াছিনু আমার পরাণ।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম পদ্মা নদীকে প্রেমিক হৃদয়ের শূন্যতা ও হাহাকারের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

"পদ্মার ঢেউ রে-
মোর শূন্য হৃদয় নিয়ে যা যারে
এই পদ্মে ছিল রে যার রাঙা পা
আমি হারায়েছি তারে।"

আবার তিনি এই পদ্মা নদীর ঢেউয়ে ঝিলমিল করা জলে কৃষ্ণের রূপ দেখেছেন। তাই তিনি লিখেছেন, "ও পদ্মা রে ঢেউয়ে তোর ঢেউ উঠায় যেমন চাঁদের আলো মোর বঁধুয়ার রূপ তেমনি ঝিলমিল করে কৃষ্ণ-কালো সে প্রেমের ঘাটে ঘাটে বাঁশি বাজায় যদি দেখিস তারে-দিস এই পদ্ম তার পায় বলিস কেন বুকে আশার দেয়ালি জ্বালিয়ে ফেলে গেল চির-অন্ধকারে।

কারো কাছে পদ্মা নদী মানেই সর্বনাশা নদী। আব্দুল লতিফের গান "সর্বনাশা পদ্মা নদী তোর কাছে শুধাই/বল আমারে তোর কি আর কুল কিনারা নাই। ---পদ্মারে তোর তুফান দেইখা পরাণ কাঁপে ডরে/ফেইলা আমায় মারিসনা তোর সর্বনাশা ঝড়ে।"

কারো কাছে পদ্মা নদী মানেই হল প্রলয়ঙ্করী, সুন্দরী, প্রগলভা, প্রবলা। কবি সতেন্দ্রনাথ দত্ত "পদ্মার প্রতি" কবিতায় লিখেছেন,

"হে পদ্মা! প্রলয়ঙ্করী! হে ভীষণ! ভৈরবী সুন্দরী!
হে প্রগলভা! হে প্রবলা! সমুদ্রের যোগ্য সহচরী
তুমি শুধু, নিবিড় আগ্রহ আর পার গো সহিতে
একা তুমি সাগরের প্রিয়তমা, অয়ি দুর্বিনীতে!

আবার তিনি পদ্মা নদীর প্রাচুর্যের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, "তোমার বদরহস্ত বিতরিছে

ঐশ্বর্যসম্ভার, উর্বর করিছ মহি, বহিতেছ বাণিজ্যের তরী, অন্তহীন মূর্ছনায় আন্দোলিত আকাশ সংগীতে---।"

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য লিখেছেন, "হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ বাংলাদেশ/ কেঁপে কেঁপে ওঠে পদ্মার উচ্ছ্বাসে।" পদ্মা নদীর ইলিশ কারো কাছে লোভনীয় ও সুস্বাদু। "আমি শুধু চেয়েছি তোমায়" সিনেমার গানে গীতিকার প্রিয় চট্টোপাধ্যায় "ওরে বাংলাদেশের মেয়ে রে তুই" গানে পদ্মার নদীর ইলিশের প্রশংসা করেছেন এইভাবে "পদ্মা নদীর ইলিশ খাইয়া রূপখানা কি ঝকঝকে বানাস"। আবু জাফরের রচিত গান "এই পদ্মা এই মেঘনা, এই সুরমা নদী তটে/আমার রাখাল মন, গান গেয়ে যায়, এই আমার দেশ, এই আমার প্রেম আনন্দ বেদনায়, মিলন বিরহ সংকটে"। বিখ্যাত কথা সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় "পদ্মা নদীর মাঝি" উপন্যাসে দরিদ্র জেলে সম্প্রদায়ের সংগ্রাম ও নর-নারীর প্রেম-ভালবাসা কি সুন্দর করে তুলে ধরেছেন।

এই পদ্মা নদীতেই বহু প্রত্যাশিত পদ্মা সেতু উদ্বোধন হচ্ছে ২৫ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে যা বাংলার মানুষের অনেক স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার দুয়ার খুলে দিতে যাচ্ছে। যাতায়াত সুবিধা, পর্যটন শিল্পের প্রসার, হোটেল-মোটেলের ব্যবস্থা, বাণিজ্যের নানা সুযোগ-সুবিধা, নতুন ইতিহাস রচনায় পদ্মা সেতু স্মরণীয় হয়ে থাকবে। পদ্মা সেতু দ্বিতল বিশিষ্ট সেতু। উপরতলা দিয়ে বাস-ট্রাক-গাড়ি আর নিচতলা দিয়ে চলবে ট্রেন। আর যদি পানিতে নৌকা চলে তবে তো বিস্ময়ের সীমা থাকবে না। একত্রে বাস-ট্রেন-নৌকা চলার দৃশ্য উপভোগ করতে পারবে বাংলার মানুষ। কবি সুকান্তের ভাষায়-"সাবাস, বাংলাদেশ, এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়ঃ।" সাড়া বিশ্ব অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে। পদ্মা সেতু বিশ্বের গভীরতম সেতু। যার পাইলিং-এর গভীরতা ৩৮৩ ফুট। পদ্মা নদীর তলদেশ থেকে পানির পৃষ্ঠের উচ্চতা ১৩ তলা বিল্ডিং-এর সমান। পদ্মা নদী ভারতের গঙ্গা ও বাংলাদেশের যমুনার জলে বঙ্গোপসাগরে নিয়ে যায়। পদ্মা নদীতে এক সেকেণ্ডে এক লাখ চল্লিশ হাজার ঘনমিটার জল প্রবাহিত হয়। আমাজন নদীর পর পদ্মা হল সর্বোচ্চ প্রবাহমান নদী। সেতুর পিলারগুলো একশ পঞ্চাশ মিটার দূরে দূরে বসানো হয়েছে যেন অনায়াসে নৌকা চলাচল করতে পারে এবং জলের প্রবাহও ঠিক-ঠাক থাকে। পদ্মা সেতু নির্মাণে অষ্ট্রেলিয়া থেকে আমদানিকৃত মিহি মাইক্রোফাইন্ট সিমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে যা সাধারণত অন্যান্য সেতু নির্মাণে ব্যবহার করা হয়নি। এখানেই পদ্মা সেতুর গৌরব ও মাহাত্ম্য। পদ্মা সেতুর অবস্থান তিনটি জেলায়, যথাক্রমে-মুন্সিগঞ্জ, শরীয়তপুর ও মাদারীপুর। পদ্মা সেতুটি বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমের একুশটি জেলাকে সংযোগ করবে। পদ্মা সেতুতে থাকছে ৪১৫টি ল্যাম্পপোষ্ট। শুধু তাই নয়, আর্কিটেকচারাল লাইটের ব্যবস্থা থাকছে যেন জাতীয় উৎসবগুলোতে জ্বালানো যায়। ঝিক ঝিক করে চলবে ট্রেন, শো শো করে চলবে গাড়ি আর পদ্মার জলে পড়বে আলো, ঝিকিমিকি করবে পদ্মার স্রোত। আর এভাবেই আত্মমর্যাদা ও আত্মগৌরবে এগিয়ে যাবে সোনার বাংলাদেশ॥

প্রতিযোগিতা নয়; চাই অংশগ্রহণের সহযোগিতায় মানব জীবন

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

বর্তমান জগত প্রতিযোগিতার জগত। সেরাদের সেরা হব এ যেন এক অতৃপ্ত বাসনা। সৃষ্টির শুরু থেকে আজ অবধি মানুষ তথা সকল প্রাণীর মধ্যে চলছে এই প্রতিযোগিতা। তবে বর্তমানে এর ধরণ পরিবর্তন হয়েছে বহুগুণ! অতীতে আমরা দেখেছি মানুষ ও সকল সৃষ্ট জীব নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে সংগ্রাম করে চলছে। জীবন রক্ষার এই সংগ্রাম নিরবধিকাল ধরে চলমান। আর এর বাহিরে কারো যাওয়া সম্ভবপর নয়। জীবন সংগ্রামে চলতে চলতে নিজের সম্পূর্ণ অধিকার ও কর্তৃত্ব করতে গিয়ে মানুষ আত্মোন্নতি করতে গিয়ে অদম্য বাসনার জন্ম দিয়ে সমগ্র বিশ্ব আজ প্রতিযোগিতার পথে। এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে ব্যবহার করা হচ্ছে মারণাস্ত্র। মানব মনে জন্ম নিয়েছে স্বার্থপরতা ও হিংসা। প্রতিযোগিতায় মানুষ ভুলে যাচ্ছে সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ। যার বিরূপ প্রভাব পড়ছে গোটা পৃথিবীর মানুষ ও সৃষ্ট প্রাণীর উপর। পিতা-মাতারা নিজের সন্তানকে সবকিছুতেই সেরাদের সেরা করতে গিয়ে ভুলে যাচ্ছে শিশুর মানবাধিকার ও মানসিক এবং আধ্যাত্মিক যত্ন। মানসিক চাপে শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। সন্তানের চেয়ে পিতা-মাতাই প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। যার ফলে সমাজে স্বার্থপরতা ও অরাজকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজ তথা বিশ্ব হয়ে উঠছে অস্থির। তাই পরিবার থেকেই এর প্রতিকার শুরু হওয়া দরকার। প্রতিযোগিতায় নয় বরং অংশগ্রহণের সহযোগিতায় সৃষ্টিশীল সমাজ তথা পৃথিবী গড়ে তুলতে যত্নবান হতে হয়।

প্রতিযোগিতার সেকাল ও একাল: আধুনিককালে প্রতিযোগিতা বলতে যা বুঝানো হয় আর মানব ইতিহাসের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম বা প্রতিযোগিতা এক নয়। বর্তমানে প্রতিযোগিতার মধ্যে বাসনা লক্ষ্য করা যায়। আর সংগ্রামের চালিকাশক্তি হল অস্তিত্ব রক্ষা। আর এর মধ্যে পার্থক্য আছে।

মানুষ অতীতে তার বুদ্ধির প্রখরতা দ্বারা অন্যান্য জীবকে বশীভূত করত। বর্তমানে মানুষ প্রতিমুহূর্তে একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার বাসনায় ডুবে থাকতে ভালবাসে। এই অতৃপ্ত বাসনা ও মানুষের মধ্যকার সীমাহীন আকাঙ্ক্ষাই সমাজে প্রতিযোগিতার জন্ম দেয়।

মানব ইতিহাসে বিভিন্ন সভ্যতা দেখা যায়। আর সেখানেও প্রতিযোগিতা ছিল। শিক্ষার, অধিকার ও বিস্তারের প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা মানুষের জীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠেনি। তাদের প্রতিযোগিতার মূলে ছিল প্রেরণা ও অস্তিত্ব রক্ষার প্রতিযোগিতা। আর বর্তমানে স্বেচ্ছাচারী স্বার্থপর একক প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা নিজ দেশের মধ্যে, একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রতিযোগিতা। কে বড় ও সেরা তার প্রতিযোগিতা।

বিগত দিনের প্রতিযোগিতায় যে বিষয়গুলো লক্ষ্যণীয় ছিল তা হলো: খেলাধুলা, শরীরচর্চা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা। এযুগে এগুলো থাকলেও তারচেয়ে বেশি ব্যক্তি ও আমি কেন্দ্রিক প্রতিযোগিতা। মানুষের এই অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা ও বাসনার ফলে মানুষ অসৎ পথে পরিচালিত হয়ে লোভের জন্ম দেয়। আর লোভ হচ্ছে সামাজিক ও ধর্মীয় পাপ।

প্রাচীন যুগে বিশ্বজুড়ে প্রতিযোগিতার রূপ যাই হোক না কেন তা ছিল বিনোদন প্রসূত। কিন্তু বর্তমানে তা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। প্রতিযোগিতা বিনোদনের সীমানা পাড়ি দিয়ে মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। মানুষ আজ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিযোগিতাকে স্থান দিয়ে চরম ভোগবাদী হয়ে উঠেছে। শৈশবে ও কৈশোরে বিদ্যালয়ে জ্ঞান অর্জনে যুব বয়সে আত্মপ্রতিষ্ঠা। জীবনের মধ্যাহ্নে আত্মোন্নতিতে এমনকি শেষকৃত্য সম্পাদনেও প্রতিযোগিতা। বিশ্বে বিবর্তনের যোগ্যতমের উর্ধ্বতন তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে নিজের জীবনের সীমাহীন উন্নতি সাধনে ব্যস্ত। অন্যের কথা ভাববার সময় নাই। শুধুই আমি ও আমি আর আমার।

প্রতিযোগিতার প্রভাব: প্রতিযোগিতার ফলে মানব জীবনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এর ভাল-মন্দ দুই দিকই আছে। তবে ভালোর চেয়ে মন্দেরই প্রভাব বেশি!

বর্তমান পৃথিবী প্রতিযোগিতায় জীবনমুখীতার কথা তো উল্লেখযোগ্য। জটিল মনস্তত্ত্বের বিশ্বে প্রতিযোগিতাই মানুষকে জীবনের উপলব্ধির সুযোগ করে দিয়েছে। মানব সভ্যতার অভাবনীয় উন্নতি আজ চোখে পড়ার মতো যা প্রতিযোগিতারই ফসল। প্রতিযোগিতা মানুষকে জীবনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে ও শিক্ষার মনোনিবেশ ও মানোন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে প্রেরণা যোগায়। এইসব উন্নতি সাধিত হয়েছে সত্যি তবে তা কতটুকু আত্মোন্নতি করতে সহায়ক হয়েছে তা প্রশ্নবোধক।

প্রেরণার পরিবর্তে মানুষ আজ অতৃপ্ত বাসনা ও আকাঙ্ক্ষায় ডুবে মরছে। সভ্যতার উন্নয়ন অর্থনৈতিক সাফল্যও কিন্তু একা একা হয়নি। সেখানে দল বা সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে একক প্রতিযোগিতার যেন মহোৎসব। তাই প্রতিযোগিতায় অন্য ব্যক্তি বা দলকে মেধা যাচাই ও যোগ্যতা যাচাইয়ের সহায়ক হিসাবে না দেখে মনের অজান্তেই শত্রুভাবাপন্ন হচ্ছে। পারস্পরিক সহাবস্থান মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে। এর ফলে আজ মানব জীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণের সহযোগিতার পরিবর্তে আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনার উদয় হচ্ছে। যার ফলই হল, পারিবারিক কলহ বিবাদ, পরিবারের ভাঙ্গন। সামাজিক দ্বন্দ্ব, মাণ্ডলীক বিভেদ ও রাষ্ট্রের বিশৃঙ্খলা আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব ও প্রতিযোগিতারই ফল।

পরিবারের একটা বাস্তবতা তুলে ধরতে চাই। আজকাল একক পরিবারই বেশি। নিজের ভবিষ্যৎ আছে; তা গড়তে হবে ও ছেলে বা মেয়েকে মানুষের মত মানুষ করতে হবে। তার জন্য কত প্রতিযোগিতা। সুখপাখিটির পিছনে ঘুরতে গিয়ে মানুষ এমন ব্যস্ত যে, পরিবার তো দুরের কথা নিজেকেই সময় দিতে ভুলে যায়।

নিজ সন্তানকে নিয়ে এত প্রতিযোগিতা, যেন সন্তান নয় পিতা-মাতাই প্রতিযোগিতা করছে।

সন্তান ভালো করলে পিতা-মাতা উভয়ই গর্ববোধ করে আর সন্তান ভালো না করলে কেউই যেন দায়িত্ব নিতে চায় না। অন্যদিকে নেতিবাচকভাবে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে দোষারোপ করে। আমরা ভুলে যাই, আমরা মানুষ, মানুষের সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা আছে। সবাই সবকিছুতেই পারদর্শী না এবং সবাই সব বিষয়ে প্রথম বা ভালো করবে না। জন্মের পর থেকেই এই অসম প্রতিযোগিতার ফলে চরিত্রের শিষ্টাচার, বন্ধুত্ব, স্নেহ-মমতা-প্রীতির ও সহমর্মিতার মত মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটছে না।

মানব জীবনে মানসিক চাপের (স্ট্রেস) সৃষ্টি হয়। যার বিরূপ প্রভাবে মানুষ শারীরিক ও মানসিক ক্ষিপ্রতা, অস্থিরতা ও অবসাদের জন্ম দেয়। একাকিত্বতার শূন্যতায় ভোগে ও মানুষ অল্পতেই দুর্বল হয়ে যায়। আজ এই মানসিক চাপের (স্ট্রেস) ফলে হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিসসহ নানান শারীরিক ও মানসিক জটিলতায় ভুগছে।

এই অসম প্রতিযোগিতার ফলে, একলা চল নীতিতে মানব জীবনে অনেক হতাশার পাশাপাশি মানসিক শারীরিক ও আধ্যাত্মিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। মনে রাখা দরকার, মানব জীবনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আত্মকেন্দ্রিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন নয়, বরং সমাজের সার্বিক সাফল্য অর্জনেই লুকিয়ে থাকে জীবনের প্রকৃত স্বার্থকতা।

বর্তমান অবস্থা: প্রতিযোগিতায় জীবনচর্চার ফলে পরিবার সমাজ মণ্ডলী ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, ভাঙ্গন, অস্থিরতা, কলহ-বিবাদ, বিভ্রান্তি বিরাজ করছে তার মূল কারণ অসম প্রতিযোগিতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা। পারিবারিক সামাজিক ও মাণ্ডলিক জীবনের মধ্যে একটা অবসাদের চিহ্ন। মানব জীবন তথা গোটা পৃথিবীতে যে সংকট দেখা দিয়েছে তা থেকে মুক্ত হতে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার কথা বলা হচ্ছে। একা নয়, দলে সমন্বিত অংশগ্রহণে এগিয়ে যাওয়ার তাগিদ দেওয়া ও নেওয়া হচ্ছে।

তাই দেখা যায় শিক্ষা কার্যক্রমের সৃজনশীলতা, পারিবারিক বন্ধন, রাষ্ট্রের সমন্বিত কার্যক্রম ও উন্নয়নের রূপরেখা ও মাণ্ডলিক জীবনের মিলন ও অংশগ্রহণের প্রেরণা। বিভিন্ন পর্যায়ে সামাজিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় শিক্ষার আয়োজন করা হচ্ছে। প্রতিযোগিতাগুলো যেন সম্মিলিত উৎসব। সবার সক্রিয় অংশগ্রহণে আনন্দ আয়োজন। নিজ উৎস খুঁজতে নিজ সংস্কৃতি রক্ষা ও সৃষ্টির যত্ন ও পালন সত্যিই আশার বিষয়।

উপসংহার: মানব সভ্যতার উন্নয়নের মূল ভিত্তি হচ্ছে সহযোগিতা ও প্রেরণায় অস্তিত্ব রক্ষার প্রতিযোগিতা। সহযোগিতা সমন্বিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যায় সফলতার উচ্চ শিখরে। প্রতিযোগিতা দ্বারা মানুষ অন্যকে নিজের প্রতিপক্ষে পরিণত করে। অন্যদিকে সহযোগিতা অন্যকে করে বন্ধু। কথায় আছে, দশের লাঠি একের বোঝা। সক্রিয় অংশগ্রহণের সহযোগিতায় মানব জীবন গঠনে পরিবারের পিতা-মাতা, মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ ও রাষ্ট্রের পরিচালকের ভূমিকা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই আত্মকেন্দ্রিকতা পরিহার করে পারস্পরিক সহাবস্থান ও সহযোগিতায় সক্রিয় অংশগ্রহণে ধন্য হোক মানব জীবন। মানবিক গুণাবলী বিকাশে, সামাজিক মূল্যবোধে ও ধর্মীয় অনুশাসনে পরিবার, সমাজ, মণ্ডলী ও রাষ্ট্র হোক সুন্দর ও আনন্দময়॥

Nayanagor Christian Co-operative Credit Union Ltd.

Estd. 1992, Reg. No. 71/98, Ka-47/1, Nadda, Gulshan, Dhaka-1212

Vacancy Announcement

Post - **Junior Officer (Loan Investigation)**

Vacancy : **01**

Job Responsibilities:

- Collect information of Loanee;
- Verify applicant's present & work address;
- Collect information of loanee & his family from other Credits and prepare a investigation report of applicant's;
- Submit investigation report to management committee.

Additional Requirments:

* University Graduate * Only males are allowed to apply * Perform any other tasks assigned by the management * Expert in MS Word & Excel * Age limit 25-35 years. *Last acadamic certificate.

Salary & Other benefits:

As per organization policy

Post - **Student Program**

Vacancy: **02**

Job Responsibilities:

- Provide the correct information about the organization to the member;
- Help stationery department to complete related task;
- Posting to the member's ledger book;
- Help to different sections when needed.

Additional Requirments:

* HSC Complete * Good handwriting both English & Bengali
* Ability to work under pressure * HSC Certificate
* Male students are highly encouraged to Apply.

Salary & Other benefits:

As per organization policy

If You're interested and your credentials meet the requirements of the position kindly send your resume along with a cover letter and recent photograph of the following address : **President / Secretary, Ka - 47/1, Nadda, Gulshan, Dhaka-1212** or email us: ncccul@gmail.com between **15th July 2022**. Please inscribe the position on the top of the envelop.

N.B : The authorities have the power to alter, modify or cancel this notice and personal recommendation will be considered as the incompetence of the candidate.

বিজ্ঞ/১৯৬/২২

মাদকের নেশা নয়; চাই মুক্তি ও আলোর নেশা

মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া

দুরারোগ্য ব্যাধির চেয়েও অধিক পীড়াদায়ক ও ভয়াবহ হচ্ছে মদের নেশায় আক্রান্ত হওয়া। এটি একটি সংক্রামক ব্যাধি, আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে যারা আসে তারাই এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, তখন তাদের পথ হয় এক, লক্ষ্য হয় অভিন্ন। পৃথিবীর উন্নতির সাথে সাথে সব রকম জটিল রোগের ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং প্রায় সকল রোগই নিরাময়যোগ্য কিন্তু মাদক সেবনকারীকে রক্ষা করবে এমন ঔষধ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে কিনা কেউ জানিনা। এই রোগে মৃত্যু ঝুঁকিই শুধু বাড়ে না, বাড়ে সংসারের ভাঙ্গন, বাড়ে অশান্তি। এই ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষটি দিন দিন সামাজিক থেকে অসামাজিক হয়ে ওঠে, পরিবারের বন্ধন, আত্মীয় পরিজনের প্রতি মায়া-মমতা আস্তে আস্তে ক্ষীণ হতে থাকে। এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি কিছুই আঁচ করতে পারে না, কিন্তু এর ফলাফল আত্মীয়পরিজনকে কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। মাদক একজন নেশাগ্রস্ত মানুষকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে যে, সে তার আত্মসম্মান রক্ষা করার বোধটুকুও হারিয়ে ফেলে।

মদের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা মানুষটি কেবল নেশার পিছনেই ছোটে, নেশার রাজ্য খোঁজে, নেশার জগতে বিচরণ করতে করতে মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে ফেলে। সমাজে যত রকম বিশৃঙ্খলা, যত অনাচারের ঘটনা ঘটে তার বেশির ভাগই মাদকাসক্ত ব্যক্তির কারণে ঘটে। শুধু তাই নয়, নেশা আসক্ত ব্যক্তির অস্বাভাবিক আচরণের কারণে সংসারে ভাঙ্গন শুরু হয়। স্বামীর সাথে স্ত্রীর, পিতার সাথে সন্তান, ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের যত রকম দ্বন্দ্ব সংঘাত হয় তার জন্য দায়ী এই মাদকদ্রব্য সেবন। শুধু তাই নয়, সমাজে খুন, ধর্ষণ, মারামারি ও অন্য সকল অসৎ কর্মের পিছনে শক্তি যোগায় এই নেশা। কারণ নেশার জোরে ঐ ব্যক্তি তার সহজাত আচরণ ভুলে অশুভ শক্তির প্রভাবে চালিত হতে থাকে। নেশায় আসক্ত ব্যক্তির মনের সাথে সাথে শরীরেও এই বিষের ছাপ পড়তে শুরু করে, তার অসংলগ্ন আচরণের কারণে মানুষের কাছে সে ঘৃণার পাত্র হয়ে ওঠে। মাদকের কুপ্রভাব পরিবারের প্রত্যেকের উপর পড়তে থাকে, সেই সাথে ধ্বংস হয়ে যায় পরিবার, সমাজ ও সংস্কৃতির সুব্যবস্থা।

আজকাল বিশেষ করে খ্রিস্টান সমাজে পারিবারিক কিংবা সামাজিক যে কোনো অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রথম ও প্রধানতম আয়োজন হিসেবে মদের প্রাধান্য অন্যতম। মদের আয়োজন না হলে অনুষ্ঠান অসম্পন্ন রয়ে যাবে, কিংবা আগত ব্যক্তিদের মদ না দিলে তাদের অসম্মান করা হবে এমন একটি ভ্রান্ত ধারণা থেকেই যে কোনো অনুষ্ঠানে মদ একটি স্থায়ী ও মূল্যবান উপাদান হিসেবে পরিণত হয়েছে। এমন জঘন্নতম ধারণাকে মূল্য দিতে গিয়ে আনন্দের অনুষ্ঠানগুলোতে নানারকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হচ্ছে। দুঃখের বিষয় এই যে, পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে কিংবা ঘরোয়া পরিবেশেও আজকাল বড়দের সাথে ছোটদেরও একই সভায় মদ্যপান করতে দেখা যায়। এটি যে সন্তানের জন্য কত বড় ক্ষতির কারণ মদ্যপ ব্যক্তিরা তা কিছুতেই বুঝতে চায় না, বা মদের কুপ্রভাবে বুঝতে পারেনা। এভাবে ভবিষ্যৎ বংশধরেরাও একই পথ অনুসরণ করে পরিবার, সমাজ এবং নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছে। বয়োজ্যেষ্ঠদের কু-অভ্যাসটি আস্তে আস্তে সংক্রমিত হতে থাকে পরিবারের কিশোর ও যুব সদস্যদের মধ্যে যা তাকে মাদকাসক্তির মত ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

স্বাভাবিক অবস্থায় একজন ব্যক্তি যে আচরণ করে, মদ্যপানরত করার পর তার সেই আচরণ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্তি ঘটে; তার কথাবার্তায়, আচার-আচরণে এমনকি মুখভঙ্গিতেও এমন একটি ভাবের সৃষ্টি হয় যা সাধারণ মানুষের কাছে দৃষ্টিকটু মনে হয় এবং ঘৃণার জন্ম হতে থাকে ঐ বক্তির প্রতি। কিন্তু মাদকের নেশা তাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যার কারণে মানুষের ঘৃণার চক্ষুকেও সে তোয়াক্কা করে না।

আমাদের পরিবারগুলোতে মাদকাসক্তির ফল যে কতটা ভয়াবহ তা অন্য যেকোন কঠিন দুর্ঘটনা কিংবা মারাত্মক সর্বনাশের চেয়েও কম নয়। যেই পরিবারে একজন পুরুষ সদস্য মদ পান করেন সেই পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে তার কুফল ভোগ করতে হয়। একজন মদ্যপান ব্যক্তি পরিবার কিংবা সুশীল সমাজের জন্য সর্বদাই অসম্মানের ও লজ্জার। এই লজ্জার হাত থেকে পরিবার ও সমাজকে বাঁচাতে যতই চেষ্টা করা হোক না কেন তা সম্ভব হয় না, কারণ এর নেশা এতটাই শক্তিশালী যে, সকল বাঁধা উপেক্ষা করেও নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি মদের কাছে ছুটে আসে বারবার। তখন স্বজনদের প্রেম প্রীতি, ভালোবাসা, মায়া-মমতা সবই নেশায় আসক্ত ব্যক্তির কাছে অতি তুচ্ছ বলে মনে হয়। নেশা গ্রহণ করার পর ঐ ব্যক্তির মনে সহিংসতা জেগে ওঠে, পরিবারের মানুষের প্রতি সহিংস ও নিষ্ঠুর আচরণ করতেও তারা দ্বিধা বোধ করেন না। কারণ নেশা দ্রব্যটি তার স্বাভাবিক আচরণের উপর এমনই প্রভাব ফেলে যে, তার ভালো-মন্দ বোঝার জ্ঞানকে ধ্বংস করে দেয়।

মাদকসেবনকারী নিজেই শুধু মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন তা কিন্তু নয়, একইভাবে পরিবারের মানুষদেরও অসুস্থ করে তোলেন তার আচরণের দ্বারা। একটি পরিবারে কোনো সদস্য মদের নেশায় আসক্ত হলে সেই পরিবারের অন্য সদস্যকে সমাজ ও অন্য পরিবারের কাছে লজ্জার শিকার হতে হয়। ভালোবাসার সম্পর্কে তখন তিক্ততা গড়ে ওঠে, একটি পর্যায়ে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে ত্যাগ করার মনোবৃত্তিও গড়ে ওঠে স্ত্রী-সন্তানদের মনে। আর সম্পর্কের এই তিক্ততা কোনো সুখের বিষয় নয় বরং সকলের জন্য চরম দুর্ভোগের ও যন্ত্রণার। মাদকাসক্ত ব্যক্তি নিজের জীবনের সাথে পরিবারের সকলের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনে।

মদ্যপান অন্য কোনো আহার বা পানীয়ের মত শরীরের কোনো উপকার করে না, বরং এটি নিজের চরিত্রকে ধ্বংস তো করেই সেই সাথে স্বাস্থ্য ও মৃত্যুঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। অথচ এমনটি শোনা যায় যে, মনে আনন্দের জন্য নেশা একটি উপযোগী উপাদান। যদি তাই হতো তবে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি নিজের আনন্দের সাথে চারপাশের মানুষকেও আনন্দে রাখতে পারতো। কিন্তু আমরা এর বিপরীত রূপ দেখতে পাই, নেশাদ্রব্য পান করার সাথে সাথে ঐ ব্যাক্তির মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে, সকলের সাথে তার অসহিষ্ণু আচরণ শুরু হয়।

অতি সহজে হাতের নাগালে মাদকদ্রব্য পাওয়াই আমাদের পরিবার বা সমাজে মাদকাসক্তি বৃদ্ধির একটি বড় কারণ। আমাদের চারপাশের অনেক পরিবার নির্দিধায় সকলের চোখের সামনেই মদকদ্রব্য তৈরি ও বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করছে। এর ভয়াবহ পরিণতির কথা জেনেও সমাজপতিরা এর বিরুদ্ধে কোনো প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করছেনা বরং তারা নিজেরাও মাদকদ্রব্য সেবন ও উপভোগ করে এর প্রভাব বৃদ্ধিতে সহায়তা করছেন। অপরদিকে সরকারীভাবে মাদকদ্রব্য তৈরি ও বিক্রিতে শাস্তির ব্যবস্থা থাকলেও অপরাধী ধরার পরও তাদের বিষয়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে পুলিশ প্রশাসনকে টাকার বিনিময়ে বিরত ও নিশ্চুপ থাকতে দেখি।

অনেকে নিজের উচ্চতা ও মর্যাদাকে ধরে রাখতে নেশাকে পোষাকী আচরণ হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন। অথচ সত্যিকারের মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ কখনোই নিজের পরিচয়কে প্রকাশ করার জন্য এমন সর্বনাশা ভুল পথ বেছে নেন না। কারণ ব্যক্তির সুন্দর আচরণই তার সম্মান ও ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলে। মদ্যপান করা কোনো ভদ্রতার মধ্যে পড়ে না বা এটি কারো কোনো গৌরব বা সম্মানও বৃদ্ধি করে না।

মাদকদ্রব্য তৈরি ও সরবরাহ বন্ধ করার মধ্যদিয়েই কেবল সমাজ ও পরিবার থেকে মাদকাসক্তি মত দুরারোগ্য ও ভয়াবহ ব্যাধিকে নির্মূল করা সম্ভব। আর এটি নির্মূলে সকল স্তরের, সকল বয়সের সচেতন মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। "তরুণের শক্তি মহাজাগতিক শক্তি" -এই শক্তির জোরে জগতের অনেক অসাধ্য সাধন হয়েছে, অনেক পরাধীনতার বেড়া জাল ছিন্ন হয়েছে, অনেক ন্যায়ের যুদ্ধ জয়লাভ করেছে। সেই শক্তির জোর একত্রিত হয়ে মাদকাসক্তির মত ভয়াবহ অন্ধকার থেকে সমাজ ও পরিবারকে রক্ষা করা সম্ভব। আমরা সেই সচেতন মানুষগুলোর নিজহাতে তুলে ধরা মুক্তি ও আলোর আপেক্ষায় আছি।

আর মাদকের নেশা নয়; চাই মুক্তি ও আলোর নেশা!

নরকের কীট

সুনীল পেরেরা

মরুকাকার বাড়িতে আমি বর্ষার তিন মাস জায়গীর থাকি। জায়গীর মানে আমাকে তার কোন সন্তানকে পড়াতে হয় না। থাকার বিনিময়ে তার ব্যবসায় সহায়তা দিতে হয়। এটাকে পেটে-ভাতে চাকরিও বলা যায়। মরু কাকা আমার আপন কাকা নয়। আমাদের বংশের কিংবা রক্তের কোন সম্পর্কই নেই তার সাথে। তবু তিনি আমার আপনজন, পরম আত্মীয়। প্রতি বছর বর্ষা এলেই যখন আর পায়ে হেঁটে স্কুলে যাওয়া যায় না, তখনই বই-বোস্কা নিয়ে কাকার বাড়িতে চলে আসি। পেটে আলসারের সমস্যা আছে বলে হোস্টেলের গণখাবার আমার পেটে সয়না। এমনিতেই আমি পেটরোগা মানুষ। তাই আমার মা অনেক কান্নাকাটি করে মরুকাকাকে রাজী করিয়েছে।

মা আর কাকীমা এক সাথে বিয়ের ক্লাশ করেছে। একই দিনে একই এলাকায় বিয়েও হয়েছে দু'জনার। মাঝখানে পরপর দুইটা বিল পার হতে হয়। বর্ষাকালে অথৈ পানি। তখন নৌকা ছাড়া আর উপায় থাকে না। বাড়ি থেকে আমার ইস্কুল প্রায় তিন মাইল দূরে। সারা বছর মরুকাকাদের বাড়ির পাশ দিয়েই যেতে হয়।

মরু কাকার আসল নাম মারিয়ানো। কেউ ডাকে মরিনা, আবার কেউ বলে মরু। মারিয়ানোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এক সময় হয়ে যায় মরু নামেই। আমার বাবার নামও ম্যানুয়েল। তাকেও পাড়া পড়শীরা মানু মাদ্দর বলেই ডাকে। তাদের এই অন্তমিলের কারণেই হয়তো কাকীমা আর আপত্তি করতে পারেনি। সেই থেকে প্রতি বর্ষায় আর তেমন কথা চালাচালি করতে হয়না। বর্ষা এলেই কোন এক শুক্কুরবারে চলে যাই কাকার বাংলো ঘরে। বাংলো মানে তার টিনসেড ঘরের পাশেই একচালা বারান্দায় আমার বসতি। সেখানে আ-কাঠের একটা পুরোনো চৌকি আর একটা ভাঙ্গা চেয়ার রয়েছে। সেটাই আমার স্ট্যাডিরুম বনাম বেডরুম হলো। কোন দূর আত্মীয় বেড়াতে এলে এখানেই এপিঠ-ওপিঠ করে থাকার ব্যবস্থা হয়।

মরু কাকা রসিক লোক। আমাকে একা পেলেই কুটুস কুটুস করে রসিকতা করে। তার একটা বদ অভ্যাসও আছে। অন্যের মুখের কথা টেনে নিয়ে কথা বলা। পরচর্চা করতে করতে মুখের ফিল্টার নষ্ট করে ফেলেছে। সেলুন আর চা-দোকানের মানুষগুলো বুঝি এমনটাই হয়।

নতুন বাজারের পাশে বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া একটা দোকান। এক সময় একটা ছোট্ট টোন দোকান ছিল। এখন চায়ের সাথে সকাল-সন্ধ্যায় পুরি-সিঙ্গারা আর পরোটা হয়। একটা টেবিল পাতা আর কয়েকটা বেঞ্চ। ইদানিং বিস্কুট চানাচুর আর চিপস এর সাথে পান-সিগারেটও রাখা হয়। আগামীতে আরও কিছু নিত্যপণ্য রাখার চিন্তা ভাবনা চলছে। এ কারণে আমার মত হাবাগোবা মদন মার্কা একটা ছেলে রাখা হয়েছে। নাদুস-নুদুস লেবু-মার্কা গরীব ছেলেটির নাম লাবু। কাস্টমাররা লেম্বু বলে ঠাট্টা করে। লাবু এতে মন খারাপ করে না। মাকুন্দা ধরনের ছেলেটার মাথায় কদমছাট চুল। ফ্যাকাশে গলায় ভাঙ্গা স্বরে কথা বলে। কেউ কিছু বললে উত্তর না দিয়ে ভ্যাবলা চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। হয়তো এ এলাকার ভাষা বুঝতে অসুবিধা তার। তবে যখন হাসে তখন দেখে মনে হয় ওর চোয়ালে বত্রিশেরও বেশী দাঁত রয়েছে। আক্কেল দাঁতগুলো ওর হাসিকে সজীব করে তোলে। দোকানের কাস্টমাররা রস-গল্পে যখন মেতে ওঠে তখন দেখা যায় লাবু তার হাতের কাজ ফেলে হেলে পড়া খাম্বার মতো দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে আর পিকপিক করে হাসছে। সমস্যা একটাই, সুযোগ পেলেই লুকিয়ে লুকিয়ে ফুক্‌ফুক্ করে বিড়ি টানে। আর রাতে দোকানের বেঞ্চিতে যখন ঘুমায় তখন সাগরে তলিয়ে যাবার অবস্থা। দোকান ভেঙ্গে পড়লেও তার ঘুম ভাঙ্গবে না। ক'বছর যেতেই লাবু এখন রীতিমত যুবক। ওর বাড়ন্ত দেহে জেল্লা ধরেছে। দাঁড়ি, গোফ নেই বলে বয়স বোঝা যায় না।

মরুর টোন দোকান এখন লাবুর হোটেল হয়ে গেছে। রাত ১২ টার পর এখানেই ঘুমায় লাবু। বাকি কর্ম রাতে অথবা ভোরে নদীর ধারেই সারতে হয়। ভোরের আযান দিলেই তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। নদীর ধারে কৃত্যকর্ম সেরে নাস্তার জোগার দিতে হয়। তার দোকানের প্রথম কাস্টমার গেনা মাঝি আর মসজিদের ইমাম সাব। পরপর বাসের যাত্রীরাও চলে আসে।

লাবুর পরশী গেনা মাঝি। বাপদাদার এই ব্যবসায় তারও জীবন কেটে যাচ্ছে। তার বাবার বারো ঘন্টি মহাজনী নৌকা ছিল। দেশের অনেক বড় বড় বাজার-গঞ্জে সেই নৌকায় মালামাল নিয়ে যেতো। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, এক ঝাড়ের রাতে নদীর ঘূর্ণিতে পড়ে মালামালসহ নৌকা হারিয়ে যায় পাতাল পুরীতে। সেই শোকে তার বাবা-মা দু'জনেই পরপাড়ে চলে যায় বছর খানেকের মধ্যে।

গেনা মাঝি এরপর নিজে আর সংসার করেনি। প্রকাণ্ড শরীরে একমাথা কাঁচাপাকা উস্কোখুস্কো চুল। দেখতে অনেকটা জটাধারি সাধুর মতন। তাই অনেকেই গেনা মাঝিকে জটা মাঝিও বলে। মুখে অযত্ন-বর্ধিত ছিটছিটে দাঁড়ি, তেল চকচকে পোড়া চেহারা। দশ হাত ধূতিটা সবসময়ই লুঙ্গির মত করে পড়ে। স্থির ঘোলাটে চোখে ধারালো দৃষ্টি। কীর্তনীয়ার মত ভাঙ্গা গলায় কর্তৃত্ব আছে। রেগে গেলে ঘর্মাক্ত মুখের চর্বিগুলো তিরতিরিয়ে কাঁপতে থাকে। শক্তপোক্ত দেহটা আছে বলেই ঝড় বৃষ্টিতেও দিনরাত বৈঠা ঠেলতে পারে। ইজারাদারের টোন ঘরেই তার বসবাস। তার খাওয়া দাওয়া চলে লাবুর হোটেলে। লাবুই তার জীবনের একান্ত অন্তরঙ্গ বান্ধব। গেনা মাঝি পান-খাওয়া দন্তহীন মুখে যখন হাসে তখন তার মুখটাকে অন্ধকার গহ্বর বলে মনে হয়। এই দন্তহীন মুখেও কোন চাঁদনি রাতে যখন গান ধরে তখন সব ফেলে তার কাছে ছুটে যায় লাবু। ঘুমভাঙ্গা চোখে গান শুনতে শুনতে নদীর মায়াবী হাওয়ায় ওখানেই দু'জনে পাশাপাশি ঘুমিয়ে পড়ে। ভোরের পাখির উচ্ছল কলকাকলিতে তাদের ঘুম ভাঙ্গে।

ইস্কুল ছুটির দিনে আমার ডিউটি থাকে দোকানে। সারাদিন আমার ওখানেই কাটে। সেদিন মরু কাকার ছুটি। বাড়িতেই কাটে সারাদিন। ওপারের গঞ্জের বাজার থেকে আমাকেই মালামাল কিনতে হয়। বাজারের ছগির মহাজন আর নিমাই সাহা কতবার লোভ দেখিয়েছে কমমাল কিনে বেশী দামে মেমো করার। হাতে কয়েকটা নোট ধরিয়ে দেবার চেষ্টাও করেছে। কিন্তু পারিবারিক আবহে এই বিদ্যাটা রপ্ত করতে বিবেকে বাঁধা দিয়েছে বারবার।

ইদানিং লাবুর হাতের রান্না সব্‌জিভাজি আর ওর হাতের পেয়ালায় ছলকানো গরম রং চা সবার মন কেড়েছে। কম তেলে পরোটা ভাজার কারিশমা দেখে মরু কাকাও দারুন খুশী। মরু কাকা নিজেও নয় বছর একটানা বিদেশের হোটেলে চাকরি করেছে। তার হাতের টানা পরোটা আর মোগলাই পরোটার গল্প নিত্যদিন কাস্টমারদের কাছে বয়ান করেন। মরুকাকা দেশে ফিরে গঞ্জের বাজারে আড়তদারি ব্যবসা

শুরু করেছিল। সিদ্দিক বেপারীর সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে বেশী দিন টিকতে পারেনি। বছর না ঘুরতেই একরাতে গোডাউনে আগুন লেগে সব মাল পুড়ে ছাই। এ ব্যাপারে অনেকেই সিদ্দিক বেপারীর দিকে আঙ্গুল তুলেছিল। কিন্তু এই ডাঁট-সাইটে লোকটা সূর্যের চোখে চোখ রেখে কথা বলে। তার আট ভাইয়ের মধ্যে সাতজনই শহর বন্দর উপজেলা- জেলা সর্বত্রই নেতৃত্বে রয়েছে সরকারি ছত্রছায়ায়।

এরপর মরুকাকার নগদ যা কিছু ছিল সেগুলিও ধান্দাবাজ শ্যালকের কুটবুদ্ধির চালে পড়ে শেয়ারের ব্যবসা করতে গিয়ে ধরা খেয়েছে। এভাবেই সর্বস্ব হারিয়ে শেষে স্ত্রীর সোনার গয়না বন্ধক রেখে সে টাকা দিয়ে টোন ব্যবসা শুরু করেছিল। এসবই মরুকাকার অতীত ইতিহাস। প্রতি বছরই বর্ষায় তার বাড়িতে এলে এই কাহিনী দুই তিনবার শুনতে হয়। কাউকে চুপ করে থাকতে দেখতে পারে না সে।

মরু কাকার সংসারে দুই মেয়ে তুলি আর মলি। মলি আমার চাইতে এক দেড় বছরের বড় আর তুলি আমার চেয়ে বছর দুয়েক ছোট। লম্বা ছিপছিপে চাবুকের মতন গড়ন ধরেছে। কারণে অকারণে ফিকফিক করে হাসে। চোখের পিঙ্গল মনি নাচিয়ে কথা বলে। মুখমণ্ডলে ভয় মাখানো সারল্য রয়েছে। তুলি আমার প্রিয় বন্ধু। দু'জনের উচ্চতায় ও মাথায় এক।

মলিদির মনটা কখনো বজ্রের ন্যায় কঠোর আবার কখনো কুসুমের মত কোমল। তার মাথায় একঝাঁক রেশম চিকন চুল। চিত্রপটে আঁকা ছবির মত দেহবল্লবী। রাগলে মেজাজ ধরে রাখতে পারে না। মলিদির মন-মেজাজ অবশ্য এমনটা ছিল না। কাকীমা বলেছে, ওর একটা বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল। বড় ঘরের শিক্ষিত ছেলে। বিয়ের দিন তারিখও ঠিক হয়েছিল। হঠাৎ করেই ছেলেপক্ষ সম্বন্ধটা ভেঙ্গে দেয়। সেই থেকেই মলিদি এমন খেপাটে মেজাজের হয়ে যায়। কারণে অকারণে তুলিকে ধমকায়, মা'র সাথে রাগ করে ঘরে খিল এটে বসে থাকে সারাদিন। আবার রাগ পড়ে গেলে মাকে এসে বলবে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বলে তোমরা ডাক দেওনি কেন মা?

আমি তুলির সাথে একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বললেই তার মাথায় রাগ চড়ে যায়। পারলে আমাকে তখনই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। আমার বোধবুদ্ধি খুব কম। মলিদির রাগে আমি মন খারাপ করি না। আড়াল থেকে তুলি আমাকে অব্যক্ত ইশারায় তিন আঙ্গুল তুলে সান্ত্বনা দেয়। তিন আঙ্গুলের মাহাত্ম্য আমি প্রথম বুঝতাম না। দুই দিন মলিদির নজর এড়িয়ে চলেছি। তৃতীয় দিনে দিদি আমাকে নিজেই তার ঘরে ডেকে নিয়ে যায় এই সেই দু'চার কথা বলে আমাকে এমন ভাবে আদর করতে থাকে যেন আমি আট-দশ বছরের শিশু। তার আদরের ভাবসাব দেখে আমি লজ্জায় মরে যাই। আসলে ইর্ষা জিনিষটা এমন যে, তা যে কী অবলম্বন করে কখন বেড়ে ওঠে কেউ জানে না। এ ধরনের মেয়েদের রাগ আর ভালোবাসা কোনটা বেশি প্রবল বলা মুশকিল। তাই দুই বোনের কোনটা প্রেম কোনটা সোহাগ অনেক সময় আমি বুঝে উঠতে পারিনা।

এভাবেই দিন যাচ্ছে। আমিও কেমন জানি দিনে দিনে বদলে যাচ্ছি। মা'র কথাও যেন স্মরণে আসে না। ছুটির দিনে দুই বোনের সাথে হৃদ্যতাও জমে ওঠে তাই বাড়ি যাওয়াও ছেড়ে দিয়েছি। এখন এই বাড়ির মানুষগুলেই আমার কাছে আপন মনে হয়। এখানে আসার আগে পাশের বাড়ির শিমুর মা আমার মাকে ডেকে নিয়ে বলেছিল, 'দিদি, পরের বাড়িতে পাঠিয়ে ছেলে যেন পর না হয়। শুনেছি এই বাড়িতে দু'টি সোমত্ত মেয়ে রয়েছে। মা হেসে বলেছিল,' কি যে বলো দিদি, আমার একরত্তি ছেলে ও কী এসব বুঝে?'

আমি তখন ওসব বুঝিনি কিন্তু এখন বুঝি। ইদানিং বাড়ি গেলে তাই মা'র কপালে চিন্তার ভাঁজ দেখেছি। ইদানিং ইস্কুল ছুটির পর সোজা বাড়ি চলে আসি। খেলার জন্য বন্ধুরা অভিযোগ করে আমি এড়িয়ে যাই। কখন বাড়ি আসব তার জন্য মন ছটফট করে। এবারের পরীক্ষাগুলিও খারাপ যাচ্ছে। সেদিন কি একটা কারণে হাফ স্কুল হয়েই ছুটি। বাড়িতে ঢুকেই দেখি মলিদি মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। কাকীমা একা তাকে কিছুতেই সামাল দিতে পারছেনা। কাকা দোকানে আর তুলি তখনো স্কুল হতে ফিরে আসেনি। আমাকে দেখেই কাকীমার চিৎকার সপ্তমে উঠে যায়।

-ওরে নিশো, মলিরে ধর বাবা, ওর হাত পা কেমুন জানি বাঁকা হইয়া যাইতাছে।'

এ অবস্থায় আমি কি করব বুঝতে পারছি না। একজন যুবতী মেয়ের গায়ে হাত দেবো তাও আবার যে বেসামাল অবস্থা। দেখলাম মলিদির মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে। তারপর আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। মলিদির দুই পা চেপে ধরলাম। তারপরেও কেবলই ধনুকের মত বেঁকে যাচ্ছে। আমাকে সজোরে লাথি মারছে। এবার দেহের সবটুকু শক্তি সঞ্চয় করে মলিদিকে প্রাণপনে জড়িয়ে ধরলাম, ঠিক অমনি ঠাস করে এক থাপ্পরেই আমি মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না। যখন হুশ হলো তখন দেখলাম কাকীমা আমার মাথায় পানি ঢালছে আর তুলি বালতি বালতি পানি এনে দিচ্ছে মাকে। লক্ষ্য করলাম, তুলি থেমে থেমে হেচ্‌কি তুলে কাঁদছে। ভয়ে ভয়ে মলিদির দিকে তাকালাম। দেখলাম, দিব্যি সুস্থ মানুষের মত দাঁড়িয়ে মাথার চুল ঠিক করছে। তাকে নিয়ে যেন কিছুই হয়নি, যত্ত ঝামেলা পাকিয়েছি আমি। তবে কি আমার মত একজন যুবকের স্পর্শ তার অস্তিত্বে একটা আনন্দের কোলাহল জেগে উঠেছিল?

পরদিন রাতেই মলিদি চুপি চুপি আমাকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। দিদির দুর্গতুল্য কক্ষটিতে এই প্রথম যাবার সুযোগ পেলাম। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে খাটের বাজুতে ধরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এবার ফাটা গলায় আবার ধমক।

-'তুই কি এ বাড়ির নতুন জামাই যে, তোকে ধরে আদর করে বসাতে হবে?'

ভাবছি এবার দৌড়ে না পালালে হয়তো আরেক থাপ্পর খেতে হবে। ঠিক তখনই মলিদি একরাশ তৃষ্ণা নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এর আগে কখনো দেখিনি। আমার জন্য তার এত ভালোবাসা হৃদয়ে জমা হয়ে আছে? এবার মলিদি আমার ডান হাতটা ধরে বিছানায় তার পাশে বসালো। ভিখেরীর মতন নরোম গলায় বললো-

-'দেখি তোর কোন গালে চড়টা লেগেছিল? ইস এখনো ফুলে লাল হয়ে আছে।'

এবার ধরা গলায় বলল,

-'সেদিন তোকে কেন থাপ্পর দিয়েছিলাম জানিস?'

আমি অবুঝের মত ডান-বামে মাথা নাড়ালাম। একটু আগেই বৃষ্টি হয়েছে তাই শীতল বাতাস বইছে। আমি তবু ঘামছি আমার পরবর্তী শাস্তিযোগ্য রায় শোনার জন্য। এবার দিদি তার কোমল হাতে আমার রক্তবর্ণ গালে আদর করতে লাগলেন। শুনেছি মেয়েদের অনুভূতি অনেক সুক্ষ হয়। আর তাদের হাসি খুশি মুখের চেয়েও গম্ভীর বিষাদমাখা মুখ বেশী দিন মনে থাকে। দেখলাম দিদির মুখটা আসলেই বিষাদময় মনে হচ্ছে। দিদি আমাকে এবার তার বুকের পাশটিতে মাথা রেখে ধরা গলায় বলল-

-'তোর মতন আমাদের একটা ছোট ভাই ছিল বারো-তের বছরের, সে এভাবে আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাতো।

ভাইটি নদীতে স্নান করতে দিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল আর খুঁজে পাইনি। সেই থেকে

রাতে আমার ঘুম হয় না। হঠাৎ তুই সেদিন যখন আমাকে জড়িয়ে ধরলি তখন তোর উপর আমার রাগটা চড়ে গিয়েছিল। কেন সে আমাকে ছেড়ে এতদিন পালিয়ে ছিল। আসলে তোকে নয় ঐ ভাইটিকেই অভিমান করে থাপ্পর দিয়েছিলাম।'

কথাটা কতটুকু সত্য মিথ্যা জানি না। তবে দিদির দু'চোখ তখন জলে ভিজে গিয়েছিল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মলিদি। আমি কি বলে তাকে সান্ত্বনা দেবো সেই ভাষাও হারিয়ে ফেলেছি। ঠিক সেই মুহূর্তে মলিদি যে কাণ্ডটা ঘটালো তা আমি ভাবতেই পারিনি। খপ্ করে আমার দুইহাত তার হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলল-

-'তুই আমাকে বিয়ে করবি? আমার মৃগী রোগ আছে বলে কেউ আমাকে বিয়ে করতে চায় না। তুই রাজী হলে সত্যি আমি তোকে বিয়ে করব।'

আমি নিথর পাথর হয়ে গেলাম। আমার গলা শুকিয়ে গেল। তবে কি আমি এ বাড়িতে বৃন্দাবনের কিষ্ট? কাষ্ঠ কণ্ঠে শুধু বললাম-

-'দিদি কাল আমার অংক পরীক্ষা, অনেক পড়া বাকি।'

এই ঘটনার পরে আমার আর এ বাড়িতে থাকা ঠিক হবে না। আসলে মানুষের মনোজগৎ বড়ই অদ্ভূত। মানুষের আয়ু ক্ষয়ের মত সম্পর্কেরও ক্ষয় হয়, চির ধরে। পরদিন কাকীমা নিজেই আমাকে ডেকে নিয়ে বলল-

-'বাবা নিশো, আমার ঘরে দু'টি সোমত্ব মেয়ে রয়েছে। তুমি যুবক ছেলে। আশেপাশের মানুষে নানা কথা বলে। আমাদের বাড়িতে তোমারে আর রাখা ঠিক অইব না বাবা।

বুঝলাম, গতরাতের সব ঘটনাই কাকীমা জেনেছে। হয়তো বা তুলিই তাকে বলেছে আগবাড়িয়ে। সত্যি, মানুষকে সারা জীবনে কত রকমের বৈপরীত্যের সিঁড়ি ভাঙ্গতে হয়।

এর একদিন পরেই আমি বই-বোচ্কা নিয়ে হোস্টেলে চলে যাই। জীবনে আর কোনদিন ঐ বাড়িতে যাবোনা বলে প্রতীজ্ঞা করেছি। এ ঘটনার কয়দিন পরেই শুনলাম মলিদি কি এক কঠিন অসুখে মারা গিয়েছে। তার শোকযাত্রায় অনেক দূর থেকে দেখলাম, তুলি তার মৃত দিদির চেয়ে চনমনে দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকেই তাকাচ্ছে। কাকীমা মেয়ের অকাল মৃত্যুতে শোকে-সন্তাপে, বেদনায়-বিষাদে একেবারে কুঁকড়ে গিয়েছে। বুকে কষ্টের পাথর চাপা। মরু কাকা যথারীতি কারো সাথে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। যেন এই পরিবারে তেমন কিছুই ঘটেনি।

তিনদিন অর্থাৎ নিরামিশ ভাঙ্গার পর দিনই তুলির একটা চিঠি পেলাম। চিঠি মানে প্রেমপত্র। রাগ করে কোন উত্তর দিলাম না। পরের চিঠিটা মারাত্মক। তুলি লিখেছে, "মলিদি কোন অসুখে মারা যায়নি। তোর কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে সে ঘুমের হাইডোজ ঔষধ খেয়েছিল। ডাক্তারকে টাকা দিয়ে 'স্বাভাবিক মৃত্যু' লিখিয়ে এনেছিল বাবা। এখন তুই যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজী না হোস তাহলে আমিও মরে গিয়ে তোকে ফাঁসিয়ে যাবে।" বাকী কথাগুলো এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

তুলিকে আমি বন্ধু ছাড়া অন্য কিছু ভবিনি কখনো। আমার মনে হলো মলিদির কাহিনীটা নির্ঘাৎ তুলির বানানো গল্প। এর সপ্তাহ খানেক পরেই তুলি আরেক কাণ্ড ঘটিয়ে বসে। হয়তো আমার উপর প্রতিশোধ নিতেই জিদ করে এমনটা করেছে। দোকানের ঐ অল্প বয়সি বাউড়ি ছেলেটাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। আমি চলে আসার পর এ বাড়িতে লাবুর যাতায়াত শুরু হয়েছিল। হয়তো বা মরুকাকার ইশারায় এমনটা হয়েছে। আমাকে বাগাবার চেষ্টা করেও সফল হয়নি।

এদিক সেদিক কয়েকদিন ঘুরে আবার ফিরে আসে তুলি। শুনেছি কাকীমা অনেক কান্নাকাটি করেছে। কিন্তু মরুকাকা হিসেবি লোক। অনেক হিসেব-নিকেশ করে লাবুর সাথেই তুলিকে বিয়ে দেয়।

কাকীমার সংসার-জীবন সুখের ছিল না কখনো। একমাত্র ছেলের অকাল মৃত্যুর জন্য সারা-জীবন কাকীমাকে দোষারূপ করেছে মরুকাকা। শ্বশুর বাড়ি থেকে কিছু পাবার প্রত্যাশাও পূরণ হয়নি। রাগের এটাও একটা কারণ। এসব নিয়েই দিনরাত কাকীমার সাথে খিটিমিটি লেগেই থাকে। কোন কথার জবাব দিলেই তার মুখে আসে অশ্রাব্য গালিগালাজ। মরুকাকা প্রেম-ভালোবাসাহীন কঠিন হৃদয়ের মানুষ। তার লোভের জিবটা বারো হাত লম্বা। বিদেশে কর্মরত তার এক অনাথ আত্মীয় মারা যাবার পর লোকটার সমস্ত টাকা সে আত্মস্যাৎ করেছে। নিজেও বিদেশে চাকরি কালে 'ডটার ডেড' 'ওয়াইফ সিক' বলে মালিকের কাছ থেকে বেশ মালপানি কামিয়েছে। গেনা মাঝি এ তল্লাটের লোক। সে এলাকার অনেকেরই নাড়ি-নক্ষত্রের খবর জানে। তার কাছেই শুনেছি এসব কাহিনী।

কথায় বলে নরকের কীটেরা স্বর্গে গিয়ে থাকতে পারেনা। নরক যন্ত্রণায়ই তাদের আনন্দ। মরুকাকাও তাই, সংসারে আগুন জ্বালাতেই তার আনন্দ। এসব কারণেই কাকীমা হঠাৎ করেই মারা যায়। গেনা মাঝি বলে, 'মরু নিজেই কিসব খাওয়াইয়া বউরে মারছে।' মা'র মৃত্যুর পর তুলি আর এই নরকে থাকেনি। স্বামীর সাথে শহরে চলে যায় নতুন চাকরি নিয়ে।

মরুকাকা এখন একাকি দোকানে বসে খকখক করে কাশে। কথা বলতে গেলে হাঁপানীর শ্বাস উঠে যায়। এ ধরনের রোগিরা সহজে মরেনা । এই পৃথিবীতেই নিজের সৃষ্ট নরক যন্ত্রনা ভোগ করে অনেকদিন॥

দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত রোমেল ভিনসেন্ট রোজারিও
জন্ম: ০৫ মে, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ০৫ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রিয় রোমেল,

কালের আবর্তে দুটি বছর পেরিয়ে গেল তুমি আমার ঘর শূন্য করে চলে গেলে না ফেরার দেশে। মা মারীয়ার মাস, মে মাসে তোমার জন্ম হয়েছিল। তুমি আমার কোল আলো করে যখন এসেছিলে তখন আমি তোমার দাদুর নামটা রেখেছিলাম ভিনসেন্ট, যেন তোমার আদর্শবান দাদুর আদর্শ নিয়ে বেড়ে ওঠো এই পৃথিবীতে। কিন্তু তোমার চিরকালীন অসুস্থতা সব ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে গেলো। পৃথিবীর রূপ, রস, মাধুর্য কোনো কিছুই তুমি উপভোগ করতে পারোনি। তোমার শারীরিক কষ্টের কথা এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারিনি, আমি এখনো তোমার শব্দ শুনতে পাই। তোমাকে পরিবারের সবাই অনেক ভালোবাসতো। কিন্তু তোমার কষ্ট কমানোর ক্ষমতা কারো ছিল না। আমি বিশ্বাস ও প্রার্থনা করি, তুমি স্বর্গদূতদের মধ্যে আছো পরম আনন্দে। তুমি আমার হৃদয় মন্দিরে থাকবে সর্বদা ভালোবাসার ডালি হয়ে। তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা করো, যেন আমরা পবিত্রভাবে জীবন যাপন করে, জীবন শেষে তোমার সাথে মিলিত হতে পারি।

নমিতা রেবেকা রোজারিও ও পরিবারবর্গ

বিজ্ঞ/১৯৫/২২

একজন মায়ের বাস্তব চিত্র

সিস্টার মেরী ক্যাথরিন এসএমআরএ

"মা" একটি ছোট শব্দ, কিন্তু শব্দটি ছোট হলেও এর বিশালতা ব্যাপক। তাছাড়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শব্দের মধ্যে 'মা' শব্দটি হলো অন্যতম। মা হচ্ছে ক্লান্তিহীন, বিশ্রামহীন অবিরত দায়িত্বে নিমজ্জিত এক জীবন যোদ্ধার নাম। মা তার সন্তানের মুখ দেখে সব কষ্ট ভুলে যায়। শত দরিদ্রতার মধ্যেও সন্তানকে রাখতে চায় সুখে। প্রচুর পরিশ্রম করে একজন মা তার সন্তানকে বড় করে তোলে। কিন্তু অনেক সময়ই দেখা যায় সন্তান তার মায়ের কষ্ট ভুলে যায়, এমন কি মায়ের অবদান স্বীকার করতে চায় না।

তপন তার মা-বাবার ছোট সন্তান এবং খুবই প্রিয় সন্তান। বাবা নেই, মা বেঁচে আছে। কিন্তু মা এখন বৃদ্ধ এবং বিভিন্ন রোগ-যাতনা ও কষ্টের মধ্যে আছে। এক সময় তপন তার মাকে মায়ের মর্যাদা না দিয়ে দাসীর মত রাখে। অথচ এই মায়ের কারণেই তপন এত বড় হতে পেরেছে, স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে সুখে আছে। কিন্তু মায়ের পরিচয় দিতে এত কৃপণতা করছে। এমন কি নিজের মাকে বোঝা মনে করে বোনদের কাছে রেখে আসে। যে মা তার সুখের জন্য দিন-রাত কষ্ট করেছে, সেই মায়ের আজ এই করুণ অবস্থা। কিন্তু তারপরেও সন্তানের বিরুদ্ধে মায়ের কোন অভিযোগ নেই। দিনরাত শুধু সন্তানের জন্যই মঙ্গল কামনা করে।

একদিন গ্রামের কয়েকজন মিলে তপনকে বোঝায়, বাবা তপন, তুমি অনেক ভুল করছ তোমার মায়ের প্রতি। কেন তুমি তোমার মাকে বোনদের কাছে রেখে দিয়েছ? তুমি বরং তোমার মাকে নিজের কাছে ফিরিয়ে আনো। অন্যদিকে তপনের স্ত্রী মিলা কিছুতেই রাজী নয় শাশুড়িকে তার বাসায় রাখতে। যাই হোক তপন ঠিকই গ্রামের লোকদের কথা নিয়ে ভাবে এবং তার দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। সঙ্গে সঙ্গেই সে তার বোনদের ফোন করে মাকে নিজের নিকট ফিরিয়ে আনে।

তপনের বড় মেয়েটি খুবই স্বার্থপর, কিন্তু ছোট মেয়েটি খুবই আলাদা অর্থাৎ শান্ত, ধীর-স্থির প্রকৃতির। সে স্বল্পভাষী কিন্তু সবই বুঝে। একদিন ছোট মেয়েটি লক্ষ্য করে তার মা তার ঠাকুমাকে কিভাবে কষ্ট দেয়, খারাপ ব্যবহার করে, এমন কি খাবার-দাবারও ঠিকমত দেয় না, দূর থেকে খাবার ছুঁড়ে দেয়। একদিন সাহস করে ছোট মেয়েটি তার মাকে বলে মা, কেন তুমি ঠাকুমার সাথে এমন খারাপ ব্যবহার কর? মেয়ের কথা শুনে তপনের স্ত্রী মিলা যেন একটু থমকে দাঁড়ায়। সে সত্যিই অনুভব করে তাই তো আমার শাশুড়ি যদি আজ আমার আপন মা হত আমি কি তার সাথে এমন রুক্ষ ব্যবহার করতে পারতাম? সঙ্গে সঙ্গেই তপনের স্ত্রী তার শাশুড়ির কাছে ফিরে যায় এবং বলে, মা আমি তোমার মেয়ের মত, এতদিন তোমাকে আমি যেভাবে কষ্ট দিয়েছি, অনাদরে রেখেছি সে জন্যে আমি ক্ষমা চাই। আমাকে ক্ষমা করে দাও মা। তপনের মা বউমার এ কথা শুনে চোখের জলে বউমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে নারে মা তোরা যা করেছিস ঠিকই করেছিস। কই আমি তো কোন কষ্ট পাইনি। এরপর থেকে মিলার মধ্যে নতুন এক পরিবর্তন আসে। আগে আগে রান্না করে শাশুড়িকে খেতে দেয়, শাশুড়ির কি প্রয়োজন তা দেখে শুনে কাছে এগিয়ে দেয়।

পৃথিবীর সবচেয়ে মধুর শব্দ হল মা। প্রকৃত মানুষ সেই, যে তার বৃদ্ধ মায়ের সেবা করে।

মা শিক্ষিত হোক বা না হোক, জীবনের প্রধান শিক্ষক হলেন "মা"।

সোনামণিরা, এসো আমরা সবাই নিজ নিজ মাকে ভালোবাসতে চেষ্টা করি যেন মায়ের আদর-ভালোবাসা থেকে কেউ বঞ্চিত না হই। সর্বোপরি মায়ের প্রতি আরও যত্নশীল হয়ে উঠি যেন ঈশ্বর আমাদের শতগুণে পুরস্কৃত করেন॥

বাঙালির পদ্মাসেতু

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

সব বাঁধা ছাড়িয়ে
পদ্মাসেতু দাঁড়িয়ে
বাঙালির শৌযের প্রতীক,
নেই লাজ, নেই ডর
সাহসে সে ক'রে ভর
পদ্মায় মাথা তুলেছে ঠিক!

আষাঢ় শ্রাবণ

মার্সেল কান্টা

ডমরু গুরু গুরু, বাদলের মাদল শুরু,
এলোরে বরষারাণী আষাঢ় শ্রাবণ।
জগতের ঘরে ঘরে, মরু-গিরি-প্রান্তরে,
মমতার ঝড় জলে সরস জীবন।
মাঠ ঘাট ঝোঁপঝাড়, জলে ভিজে একাকার,
থামবেনা বুঝি আর বারি বরিষণ!
ঐ শোন দূর বাঁকে, ডাহুক ডাহুকী ডাকে,
বেদনার করুণ সুরে উদাস নয়ন।

জাতীয় চ্যাপলেইন এনিমেটর প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু □ এপিসকপাল যুব কমিশনের আয়োজনে গত ২৩-২৪ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, সিবিসিবি সেন্টারে 'জাতীয় চ্যাপলেইন এনিমেটর প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০২২' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালার মূলসুর ছিলঃ **"Youth Spirituality of Accompaniment: Winning and Guiding Young Hearts."** বাংলাদেশের ৮টি ধর্মপ্রদেশের ধর্মপ্রদেশীয় যুব সমন্বয়কারী, সেক্রেটারী, এনিমেটর ও বিসিএসএম এর প্রতিনিধিসহ মোট ৫০ জন এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

২৩ জুন বিকেলে প্রার্থনা, প্রদীপ প্রজ্জ্বালন ও নৃত্যের মধ্যদিয়ে 'জাতীয় চ্যাপলেইন এনিমেটর প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০২২' উদ্বোধন ঘোষণা করেন ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু সিএসসি, নির্বাহী সচিব ও জাতীয় যুব সমন্বয়কারী, এপিসকপাল যুব কমিশন। অতপর 'কোর্স পরিচিতি, নিয়মাবলী ও প্রাক-প্রশিক্ষণ ধারণা বিষয়ে সহভাগিতা করেন সিস্টার রোজলীন সন্ধ্যা রোজারিও আরএনডিএম, জাতীয় যুব অফিস সমন্বয়কারী ও (সেক্রেটারী)। শ্রদ্ধেয় ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু, সিএসসি -এর স্বাগত বক্তব্যের মধ্যদিয়ে কর্মশালার যাত্রা শুরু হয়।

কর্মশালার প্রথম দিনের প্রথম অধিবেশনে "Changing Reality and Challenge of Youth' এ বিষয়ে সহভাগিতা করেন ফাদার নবীন পিউস কস্তা, যুব সমন্বয়কারী, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ। তিনি তার সহভাগিতায় যুবাদের বাস্তবতা ও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেন। বিকেলে দ্বিতীয় অধিবেশনে 'Opportunity and our Pastoral Response' এর উপর উপস্থাপনা করেন ফাদার নয়ন লরেন্স গোছাল, যুব সমন্বয়কারী, ঢাকা মহা-ধর্মপ্রদেশ। তিনি তার উপস্থাপনায় যিশু খ্রিস্টের মূল্যবোধগুলো জীবনে অনুশীলন করে খ্রিস্টীয় নেতা হওয়ার আহ্বান জানান। দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনে "Youth Spirituality of Accompaniment: Wining and Guiding of Young Hearts" এ বিষয়ে সহভাগিতা করেন ফাদার পলাশ রোজারিও এসএক্স। তিনি তার সহভাগিতায় কীভাবে যুব শ্রেণির সাথে যাত্রা করে তাদের গঠন ও যত্ন করতে হবে সেই বিষয়ে সবাইকে আলোকিত করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে "Advocacy for Youth Rights and Safe Guarding" এ বিষয়ে উপস্থাপন করেন চয়ন হিউবার্ট রিবেরু। তিনি তার সহভাগিতায় যুব গঠনকারী হিসেবে কীভাবে যুবদের আরো অন্তরে প্রবেশ করা যায় ও ফলপ্রসূভাবে তাদের পরামর্শ দেয়া যায় সেই বিষয়ে বিভিন্ন নির্দেশনা দান করেন। অতপর দিনের তৃতীয় অধিবেশনে **'BCSM Activities and Roles of Diocesan Coordinator.'** সেই বিষয়ে সহভাগিতা করেন **স্যান্ডি পেরিস, প্রাক্তন সভাপতি, বিসিএসএম**। 'যৌবনের মনোআধ্যাত্মিকতা এবং আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য' এ বিষয়ে বিশদ সহভাগিতা করেন আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি, সভাপতি, এপিসকপাল যুব কমিশন। তিনি মানবজীবনের বিভিন্ন ধাপে বিশেষ করে যুবাদের মানসিক অবস্থা যুব সমন্বয়কারীদের আধ্যাত্মিক নেওয়ার বিভিন্ন পদক্ষেপের বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, "যুবাদের চিন্তা চেতনা, গুণের বিকাশ, আবেগের প্রকাশ যথা সময়ে সঠিকভাবে না হলে যুবা বয়স থেকে প্রবীণ বয়সে প্রবেশ করলে সেখানে আসবে জীবনের স্থবিরতা।" তিনি যুবাদের মণ্ডলীতে ও পরিবারে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে জোর দেন এবং যুবদেরকে বিভিন্ন প্রৈরিতিক কাজে সম্পৃক্ত করার ব্যাপার সবাইকে সৃজনশীল হতে আহ্বান করেন।

এছাড়া ছিল প্রতিটি অধিবেশনের উপর দলীয় উন্মুক্ত আলোচনা। আলোচনার মধ্যদিয়ে বর্তমান সময়ে যুব গঠনের জন্য বিভিন্ন যুব কার্যক্রম পরিচালনায় বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত ও সেগুলোর সমাধানের উপায় বের করা ও এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পরিশেষে ধন্যবাদের পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে 'জাতীয় চ্যাপলেইন এনিমেটর প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০২২' এর সমাপ্তি ঘোষণা করেন আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি॥

বেনীদুয়ার ধর্মপল্লীতে যুব সেমিনার

ফাদার বাপ্পী এন ক্রুশ □ গত ২৩ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ বৃহস্পতিবার যিশু পবিত্র হৃদয়ের গির্জা বেনীদুয়ার ধর্মপল্লীতে অর্ধদিনব্যাপী যুব সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রাম থেকে মোট ৩৫০ জন যুবক-যুবতী, ২জন ডিকন উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারের শুরুতে ডিকনদের সহযোগিতায় প্রদীপ প্রজ্বালন, বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনার মধ্যদিয়ে পিতা

ঈশ্বরের অনুগ্রহ যাচ্না করা হয়। এরপর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী সকলকে স্বাগতম ও শুভেচ্ছা জানান এবং সেমিনারকে সুন্দর ও সার্থক করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এরপর সেমিনারে **"বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ"** এ বিষয়ের উপর সহভাগিতা করেন ডেনিস তপ্ন ওয়ার্ল্ডভিশন কর্মকর্তা। অতপর রাজশাহী হতে আগত ফাদার উইলিয়াম মূর্মূ **"সিনোডাল চার্চ সম্পর্কে এবং নৈতিকতা ও একই গোত্রে/কৃষ্টি বিবাহ না করা সম্পর্কে"** সেমিনারে আলোচনা করেন। তিনি যুবক যুবতীদের মণ্ডলীর সেবা কাজে এগিয়ে আসতে অনুপ্রেরণা দান করেন এবং নিজস্ব কৃষ্টি টিকিয়ে রাখতে ও জীবন সুন্দর করতে জোর তাগিদ দেন।

বেনীদুয়ার ধর্মপল্লীর পর্ব উদ্‌যাপন ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

বিগত ২৪ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ শুক্রবার বেনীদুয়ার ধর্মপল্লীতে যিশুর পবিত্র হৃদয়ের পর্ব মহাসমারোহে পালন করা হয়। দীর্ঘ ৯ দিনব্যাপী যিশুর পবিত্র হৃদয়ের নভেনা

ও প্রার্থনার মধ্যদিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করে ধর্মপল্লীর পর্ব পালিত হয়। এতে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও, পাল-পুরোহিত ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী, সহকারী পুরোহিত ও আরো কয়েকজন পুরোহিত, ২জন ডিকন এবং বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রায় ১১০০জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। খ্রিস্টযাগ শুরু সকাল ৯ টায় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও। তিনি তার উপদেশে যিশুর পবিত্র হৃদয়ের ভালবাসার কথা তুলে ধরেন। বিকাল ২ টায় শুরু হয় সান্তাল, মুন্ডারী ও মাহালী সংস্কৃতির নাচের প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার শেষে বিজয়ীদের হাতে আদিবাসী কৃষ্টির বাদ্যযন্ত্র, পোশাক, টাকা উপহার দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে প্রতিযোগী সকলকে সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে পাল-পুরোহিত ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী সান্তালী গানের বই তুলে দেন। পরিশেষে পাল-পুরোহিত ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী সকলের সুন্দর সহযোগিতা ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লীতে মারীয়ার পর্ব দিবস উদ্‌যাপিত

বেনেডিক্ট তুষার বিশ্বাস : আজকের এই দিনে পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বরিশাল ধর্মপ্রদেশের মনোনীত বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও। তার উপদেশে বলেন, আমরা যেন পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ জীবনযাপন করি। তিনি আরও বলেন, মা যেমন পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় জীবনযাপন করেছিলেন ঠিক তেমনিভাবে তাঁর সন্তান হিসেবে আমরাও যেন তাঁর মতোই জীবন যাপন করি।

পাল পুরোহিত ফাদার প্রেমু রোজারিও তার অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, আমরা নিজেদের অনেক ভাগ্যবান মনে করি এই ভেবে যে, বিশপ মনোয়নের পরে বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও তার প্রথম রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগ আমাদের এই ধর্মপল্লীতেই উৎসর্গ করেন।

খ্রিস্টযাগের পর পরই নানা আয়োজনে বিশপ মহোদয়কে আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লীর ফাদার সিস্টার এবং খ্রিস্টভক্তগণ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন এবং আশীর্বাদ গ্রহণ করেন॥

বাংলাদেশ কাথলিক নার্সেস গীল্ডের ৪৩তম সাধারণ সভা ও ২২তম নির্বাচন

মালা রিবেরু ▯ বাংলাদেশ কাথলিক নার্সেস গীল্ড (বিসিএনজি) এর ৪৩তম সাধারণ সভা ও ২২ তম নির্বাচন উপলক্ষে সিবিসিবি সেন্টার, মোহাম্মদপুরে ঢাকায় শেষ হলো তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠান। ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলা হতে মোট ৯৩ জন সদস্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানসূচী শুরু হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর মেবেল ডি রোজারিও সভাপতি (চলতি দায়িত্ব)।

প্রধান অতিথি ছিলেন ফাদার কমল কোড়াইয়া, ডাইরেক্টর, সেন্ট জন ভিয়ান্নী হাসপাতাল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ফাদার তুষার জেমস গমেজ, ফাদার ড. ফ্রান্সিস লিন্টু ডি' কস্তা, মিসেস লিলি আন্তনিয়া গমেজ, ফাদার ফ্রান্সিস পি মারান্ডী, ফাদার জেমস ক্রুশ, তেরেজা

রিবেরু আলোচনা পর্বে ফাদার ফ্রান্সিস পি মারান্ডী, মিসেস মমতা হেলেন পিউরিফেকশন ও মিসেস আগ্নেশ হালদার (মরণোত্তর) কে ক্রেস্ট প্রদান করা হয় এবং বিসিএনজি স্মরণিকা উন্মোচন করা হয়। বিসিএনজি সেক্রেটারী রাফায়েল বিশ্বাস ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ৪২ তম এজিএম -এর প্রতিবেদন মিনিট এবং কোষাধ্যক্ষ স্বপ্না রায় অর্থবৎসরের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ।

আলোচনা পর্বশেষে বিসিএনজির ২০২২-২০২৪ খ্রিস্টাব্দের জন্য নতুন নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। নতুন নির্বাহী কমিটির সদস্যরা হলেন: প্রফেসর মেবেল ডি' রোজারিও (সভাপতি), জোৎস্না রোজারিও (সহ-সভাপতি), রাফায়েল বিশ্বাস (সাধারণ সম্পাদক), তেরেজা বাড়ৈ (সহ-সাধারণ সম্পাদক), স্বপ্না রায় (কোষাধ্যক্ষ), লিউনী লিপিকা রোজারিও (সহ কোষাধ্যক্ষ), পরে ফাদার জেমস ক্রুশ United in Mission and Faith প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর একটি সেমিনার পরিচালনা করেন। মিসেস লিলি আন্তনিয়া গমেজ, প্রফেসর মেবেল ডি রোজারিও সিস্টার ড. লিপি গ্লোরিয়া রোজারিও বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করেন এবং সভাপতি বিসিএনজি উপস্থিত নার্সদের নিয়ে "ক্যাথলিক নার্সেদের চ্যালেঞ্জ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কৌশলসমূহ" বিষয়ক এক জরিপ পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠান মূল্যায়ন, সভাপতির ধন্যবাদ বক্তব্য, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং লটারি ড্রয়ের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন রাফায়েল বিশ্বাস ও লিউনী লিপিকা রোজারিও॥

চাঁদপুকুর ধর্মপল্লীর কাজিপাড়া গ্রামে লূর্দের রাণী মা মারীয়া ও সাধু যোসেফের গ্রটো উদ্বোধন

বরেন্দ্রদূত: দীর্ঘ একটি বছরের অপেক্ষার অবসান হলো আজ চাঁদপুকুর ধর্মপল্লীসহ কাজিপাড়া গ্রামের সকল ভক্তজনগণের। বিগত ২৪ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার, রাজশাহী কাথলিক ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিওকে ধারাম প্রদান এবং সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটে মা মারীয়া ও সাধু যোসেফের মূর্তিসহযোগে প্রার্থনা ও বিশ্বাসের শোভাযাত্রা করে মিশন প্রাঙ্গণ হতে কাজিপাড়া গ্রামে নবনির্মিত গ্রটোতে বিশপ মহোদয়সহ সকল বিশ্বাসী ভক্তজনগণ সমবেত হয়।

এই মহতী ও আশীর্বাদিত দিনে মহামান্য বিশপ জের্ভাস রোজারিও নবনির্মিত গ্রটো, লূর্দের রাণী মা মারীয়া ও সাধু যোসেফের মূর্তি আশীর্বাদ করে শুভ উদ্বোধন করেন। পরবর্তীতে পবিত্র খ্রিস্টযাগ এবং তার মধ্যে ১৫ জন ভক্ত দীক্ষাস্নান ও হস্তার্পণ এবং ৪ জোড়া দম্পত্তি বৈবাহিক আশীর্বাদ লাভ করেন। এই আনন্দঘন ও আশীর্বাদিত ক্ষণে উপস্থিত ছিলেন চাঁদপুকুর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার বেলিসারিও চিরো মন্তোয়া, সহকারি ফাদার শ্যামল জেমস্ গমেজ, ফাদার সুবল কুজুর সিএসসি, ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী, ডিকন যোয়াকিম হেম্ব্রম ও ডিকন উজ্জ্বল রিবেরু, ধর্মপল্লীর সিস্টারগণ এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খ্রিস্টভক্ত ও অনেক ভাই-বোন। রাতের আহারের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়॥

সুরশুনিপাড়াতে আহ্বান দিবস উদ্‌যাপন

বরেন্দ্রদূত ▯ গত ২৩-২৪ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, প্রভু নিবেদন ধর্মপল্লী সুরশুনিপাড়াতে আহ্বান দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। আর এই আহ্বান দিবসের মূলভাব ছিল, সিনোডাল মণ্ডলী গঠনে আমরা। আর এই মূলভাবের উপর সহভাগিতা করেন ফাদার প্রেমু রোজারিও, সহভাগিতায় ফাদার বলেন, আমাদের আহ্বান জীবনে মিলন-সমাজ গড়ার, সবকিছুতে অংশগ্রহণ করার ও প্রেরিত হওয়ার সুন্দর মন থাকতে হবে। ফাদারের সাথে ছিলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের আহ্বান পরিচালক ফাদার লিপন রোজারিও, পাল-পুরোহিত ফাদার প্রদীপ কস্তা, ফাদার লিটন কস্তা, সিস্টার বিজিতা এসএমআরএ, সিস্টার পাপিয়া এসসি। ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রাম থেকে ৭৫ জন ছেলে-মেয়ে উপস্থিত ছিল।

মাঞ্জি মিটিং

গত ২৫ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, সুরশুনিপাড়া ধর্মপল্লীতে মাঞ্জি, গ্রাম প্রধান ও প্রার্থনা পরিচালকদের নিয়ে মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। আর এই মিটিং এর মূলসুর ছিল: **সিনোডাল মণ্ডলী গঠনে আমরা**। পাল-পুরোহিত খুব সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দেন কি ভাবে আমরা সহযাত্রী মণ্ডলীতে মিলন, অংশগ্রহণ, প্রেরিত হয়ে কাজ করব ও পথ চলব। বিভিন্ন গ্রাম থেকে মোট ১২০ জন মিটিং-এ অংশগ্রহণ করেন। সকাল ৭:৩০ মিনিটে রেজিস্ট্রেশন ও সকালের নাস্তা করেন। সকাল ৯ টায় প্রার্থনা, গান ও প্রদীপ প্রজ্বালন করার মধ্যদিয়ে মিটিং শুরু হয়। তারপর গির্জা মাস্টার, মাঞ্জি ও গ্রাম প্রধানদের দায়িত্ব- কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। আর এই আলোচনায় গ্রামে বিভিন্ন প্রকার সমস্যার কথা ওঠে আসে এবং কি ভাবে তা সমাধান করা যায় তারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সহভাগিতার পর মুক্ত আলোচনা করা হয়। আলোচনা শেষে পাল-পুরোহিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও মধ্যাহ্নভোজের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

১ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত যোসেফ রোজারিও (অব: প্রফেসর, নটরডেম কলেজ)
জন্ম : ২৪ মে, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৭ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : উত্তর পানজোড়া, নাগরী মিশন

সূর্যের বিচ্ছুরিত আলো,
কৃষ্ণচূড়ার রক্তিম আভা
শরতের শুভ্র শিউলির সৌরভ,পূর্ণিমার চাঁদ, স্নিগ্ধ সমীরণ
যা তুমি বিলিয়ে দিয়েছ আমরণ
শত সহস্র মানুষের মাঝে,
তোমার প্রজ্ঞায় করেছ যাদের প্রক্ষালন,
সিক্ত ভালবাসায় জুড়িয়ে দিয়েছ যাদের জীবন,
তোমার রেখে যাওয়া স্মৃতি
হবে না কভু অমলিন,
না হবে বিলীন।।
বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরি তোমায়---
তোমার আশীষ ধন্য শোকসন্তপ্ত পরিবার

স্ত্রী : মার্গারেট রোজারিও
বড় মেয়ে ও বড় মেয়ে জামাই : অনুপমা ও সলোমন রোজারিও
বড় ছেলে ও বড় ছেলে বৌ : আশীষ রোজারিও ও জলি বিশ্বাস
মেঝো ছেলে ও মেঝো ছেলে বৌ : উৎপল রোজারিও ও নিলিমা
ছোট মেয়ে ও ছোট মেয়ে জামাই : উমা রোজারিও ও আনন্দ রড্রিক্স
ছোট ছেলে ও ছোট ছেলে বৌ : অমিত রোজারিও ও তৃস্না
নাতিন ও নাতিন জামাই : মৌসুমী ও রিকো রিচার্ড
নাতী : মিঠু ও অর্পণ
নাতিন : অবন্তী, আদ্রিতা, নিহারিকা, ইরা, পুতি : রাজ্য

বিজ্ঞ/১৯২/২২

দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

পরপারে ভাইয়ের অনন্ত যাত্রা

"প্রভু চিরশান্তি দাও তারে, বিশ্ব পৃথিবীতে
দিয়েছিলে, তুমি নিয়েছ তুলে,
নিয়েছ তুমি অনন্ত স্বর্গধামে"।

ফাদার পৌল ডি'রোজারিও (জয়গুরু)
জন্ম: ৩ নভেম্বর, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৩ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: প্রিয়বাগ, মারীয়াবাদ বোর্ণী মিশন, জোনাইল
বড়াইগ্রাম-নাটোর

অতি আদরের ভাই, কে বলে তুমি নেই? তুমি ছিলে, আছ থাকবে আমাদের এই রোজারিও পরিবারের প্রত্যেকের অন্তরে। দেখতে দেখতে দুইটি বছর চলে গেল, ফিরে এলো সেই বেদনাময় রাত। ১৩ জুলাই রাত ৮টা ৫০ মিনিট। সবার মায়া ত্যাগ করে চলে গেলে। আমরা তো মেনে নিতেই পারছি না, তুমি নাই। তোমার স্মৃতিগুলো নিয়েই আমরা বেঁচে আছি। তুমি একজন পরিচিত লেখক। তোমার জন্ম হয়েছিল এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তোমার শূন্যতা প্রতি মুহূর্তে আমরা অনুভব করি। ফাদার জয়গুরু ছিল হাস্যোজ্জ্বল, মধুমাখা মুখ, সহজ-সরল, কোমলতা, স্নেহময়তা, মানুষের প্রতি দয়া, সৎ-ধার্মিক, সকলের প্রিয় বন্ধু ও মজার মানুষ। নীতিতে ছিল অটল। তোমার স্মৃতিগুলো আমরা কেউ ভুলতে পারি না। ফাদার পৌল ডি'রোজারিও (জয়গুরু) ছিল উদার চিন্তার মানুষ। একজন আদর্শ যাজক হিসেবে বিশ্ব প্রকৃতি, ধর্মে-কর্মে, সমাজ, মানুষ, সংস্কৃতি নিয়ে চিন্তা করত। প্রতিবেশী ও পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। তিনি সকলের বন্ধু ও প্রিয়জন। জয়গুরু যিশুর সাধনা তার ধ্যানে ও জ্ঞানে। তুমি পরিবারের সকলকেই অট্টহাসিতে, জাঁকজমকে, আনন্দে মাতিয়ে রাখতে, তোমার আদর্শগুলোই সবাইকে জীবন চলার পথে অনুপ্রাণিত করত। কোথায় হারিয়ে গেল জাঁকজমকপূর্ণ বাড়ির মানুষগুলো? তোমার ন্যায়-নীতির কথা, শক্তি-সাহস, পরামর্শ, প্রেরণা যোগাতে সবই হারিয়ে গেল। স্মৃতিগুলো প্রত্যেকের প্রতিটি অঙ্গে জড়িয়ে আছে। স্বর্গ থেকে পিতার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর এবং আমাদের সকলকে (রোজারিও পরিবার) আশীর্বাদ কর। ঈশ্বর তোমার আত্মাকে স্বর্গে চিরশান্তিতে রাখুন, এই আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা ও কামনা। তার আত্মার চিরশান্তি কামনার প্রার্থনায় স্মরণ করার জন্য সকল পরিচিত ও শুভাকাঙ্ক্ষীজনদের অনুরোধ জানাচ্ছি।

শুভেচ্ছান্তে ও প্রার্থনায়
শেফালী মেরী মার্গারেট রোজারিও

বিজ্ঞ/১৯৩/২২

বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা- ২৪
THE WEEKLY PRATIBESHI
বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা-২৪
Regd. No. DA-33
❖ 3 - 9 July, 2022, ১৯ - ২৫ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতাল

৯ হলিক্রস কলেজ রোড, তেজকুনীপাড়া, ফার্মগেট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
ফোন: ০৯৬৭৮৬০০০০৬ / ০৯৬৭৮৪১০০৪২ / ০১৩০০৯৭৮৬১৯
E.mail: info@sjvhbd.com / Website: www.sjvhbd.com

Hospital License No: HSM4320756
Reg. Code: HSM16585

সেবা মাস

১ জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৩১ জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিশেষ সুবিধা সমূহ

* ইমার্জেন্সী ডাক্তার ফি ২০০ টাকা মাত্র
* ভর্তি রোগীদের বেড ভাড়া ২৫% ছাড়

দেশে-বিদেশে উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অধ্যাপক, সহযোগী-সহকারী অধ্যাপক, বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ হাসপাতালের মেডিসিন, গাইনী, মা ও শিশু, নিউরো, অর্থোপেডিক, কার্ডিওলোজি, নাক-কান-গলা, ডায়বেটিকস, দন্ত আলট্রাসনোগ্রাম, এক্স-রে ও প্যাথলজি বিভাগে নিয়মিত স্বল্প ফি-তে মানসম্মত স্বাস্থ্য-সেবা প্রদান করেন।

সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালে সেবাসমূহ

০১। জরুরী বিভাগ (Emergency)
০২। বহি: বিভাগ (Outdoor)
০৩। অন্ত: বিভাগ (Indoor)
০৪। স্ত্রী রোগ ও প্রসূতি বিভাগ (Gynae & Obs.)
০৫। শিশু বিভাগ (Pediatrics)
০৬। মেডিসিন বিভাগ (Medicine)
০৭। ফ্যামিলি মেডিসিন (Family Medicine)
০৮। হৃদরোগ বিভাগ (Cardiology)
০৯। ডায়াবেটিস ও হরমোন বিভাগ (Diabetes & Endocrinology)
১০। চর্ম ও যৌন বিভাগ (Skin & Venereal Diseases)
১১। সার্জারি বিভাগ (General Surgery)
১২। নিউরো সার্জারি বিভাগ (Neuro Surgery)
১৩। অর্থোপেডিক (Orthopedics)
১৪। ফিজিও থেরাপী বিভাগ (Physiotherapy)
১৫। প্যাথলজি বিভাগ (Pathology & Labratory)
১৬। রেডিওলজি ও ইমেজিং বিভাগ (Radiology & Imaging)
১৭। আল্ট্রাসনোগ্রাম বিভাগ (Ultrasonogram)
১৮। মা ও শিশুকর্নার (Breast Feeding Corner)
১৯। ঔষধালয় (Pharmacy)
২০। নার্সিং সেবা (Dedicated Nursing Care)
২১। ফিভার ক্লিনিক (Fever Clinic)
২২। টিকা দান কেন্দ্র (প্রক্রিয়াধীন) (Vaccination Center)

বিশেষ প্যাকেজ সুবিধায় রয়েছে

ফিজিওথেরাপি, ফুলবডি চেক-আপ
২৪ ঘন্টা নরমাল ডেলিভারির ব্যবস্থা

স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বিশেষ ছাড়
আউটডোর স্যাম্পল কালেকশন (প্যাথলজি)

সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতাল সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নার্স ফিজিওথেরাপিস্ট, প্যাথলজিস্ট, আলট্রাসনোলজিস্ট ও এক্সরে টেকনোলজিস্ট দ্বারা পরিচালিত একটি উচ্চ মান সম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান। সেবা দানের লক্ষ্যেই ডাক্তার ফি ঔষধ মূল্য ও সকল পরীক্ষা-নীরিক্ষা ফিতে রয়েছে বিশেষ মূল্য ছাড়/প্যাকেজ অফার এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য রয়েছে বিশেষ প্যাকেজ সুবিধা ।

! সেন্ট জন ভিয়ানী ঔষধালয় !

! ঔষধ ও অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রী সুলভমূল্যে পাওয়া যায় !

! ডেন্টাল ইউনিট !

! অভিজ্ঞ ডাক্তার ও লেটেস্ট যন্ত্রপাতি সম্বলিত ডেন্টাল ইউনিট !

বিজ্ঞ/১৯৩/২০২২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org